নাট্য।

নবম ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক— এস্, সি, মজুমদার।

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা, ২০নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট্,

দিনময়ী প্রেসে, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা মুদ্রিত।

[illegible]

নাট্য।

৯ম ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

সূচী পত্র।

নাট্য।

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়,
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে—
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কি করিস্ নাট-বেদীতে।
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়,
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে!
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস্ যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে!

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে',
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

সতী।

সতী।*

রণক্ষেত্র।

অমাবাই ও বিনায়ক রাও।

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সি
স্বাতন্ত্র্যচারিণী! যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী!
আমি তোর পিতা!

অমাবাই।

অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ

---

* মিস্ ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়র্থসাহেব-রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।

তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষ পঞ্জরে!
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে! পিতঃ প্রণমি' চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়!
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব!

বিনায়ক রাও।

কোথা যাবি অমা!
ধিক্ অশ্রুজল! ওরে দুর্ভাগিনী নারী
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম্ম না বিচারি'
সে ত বজ্রাহত, দগ্ধ,—যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল হারা!

অমাবাই।

পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও।

থাক্ পুত্র! ফিরে আর চাস্‌নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ পানে! আজ রাতে

শোণিত-তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ,—
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু! বল্ তবে কোথা যাবি আজ!

অমাবাই।

হে নির্দ্দয়! আছে মৃত্যু, আছে যমরাজ,
পিতা হতে স্নেহময়, মুক্তদ্বারে যাঁর
আশ্রয় মাগিয়া কেহ ফিরে নাই আর!

বিনায়ক রাও।

মৃত্যু? বৎসে! হা দুর্ব্বৃত্তে! পরম পাবক
নির্ম্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি! সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি! কিন্তু মৃত্যু আজ না সে,
নহে হেথা! চল্ তবে দূর তীর্থবাসে
সলজ্জ স্বজন আর সক্রোধ সমাজ
পরিহরি'; বিসর্জ্জি' কলঙ্ক ভয় লাজ
জন্মভূমি ধূলিতলে। সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্ম্মল বায়ু;—স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি,' নির্জ্জন কুটীরে
শিব শিব শিব নাম জপি' শান্ত মনে,

সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্ন পবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি,—একদিন কবে
আয়ুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে,—
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা উপহার
সাগরের পদে !

অমাবাই।

পুত্র মোর !

বিনায়ক রাও।

তার কথা
দূর কর ! অতীত-নির্ম্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক্ তোরে ! সদ্য শিশুসম
আরবার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি মাতার গর্ভ হতে ! নব দেশে,
নব তরঙ্গিনীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটীরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ করে !

অমাবাই।

জ্বলে পতিশোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম ; তোমাদের কথা

দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে! ছেড়ে দাও মোরে,
ছেড়ে দাও! পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়!

বিনায়ক রাও।

কন্যা নহেক পিতার!
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরেনাক আর!
কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে ক'স্ পতি
লজ্জাহীনা! কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্ম্মতি,
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে—বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোত-বধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে,—সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স্ তুই!—সে রাত্রি কি মনে পড়ে?
বিবাহ-সভায় সবে উৎসুক অন্তরে
বসে আছি,—শুভলগ্ন হল গতপ্রায়,—
জীবাজি আসে না কেন সবাই শুধায়,
চায় পথপানে। দেখা দিল হেনকালে
মশালের রক্তরশ্মি নিশীথের ভালে,

শুনা গেল বাদ্যরব। হর্ষে উচ্ছ্বসিল
অন্তঃপুরে হুলুধ্বনি। দুয়ারে পশিল
শতেক শিবিকা ; কোথা জীবাজি কোথায়
শুধাতে না শুধাতেই, ঝটিকার প্রায়
অকস্মাৎ কোলাহলে হতবুদ্ধি করি'
মুহূর্ত্তের মাঝে তোরে বলে অপহরি,'
কে কোথা মিলাল ! ক্ষণপরে নতশিরে
জীবাজি বন্ধনমুক্ত এল ধীরে ধীরে—
শুনিনু কেমনে তারে বন্দী করি পথে,
লয়ে তার দীপমালা, চড়ি তার রথে,
কাড়ি লয়ে পরি তার বর-পরিচ্ছদ
বিজাপুর যবনের রাজসভাসদ্
দস্যুবৃত্তি করি গেল ! সে দারুণরাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি—দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ ! বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ-সমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি,-
দস্যু সে ত ধর্ম্মনাশী !

অমাবাই।

ধিক্ পিতা, ধিক্!

বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্ম্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল! তব ধর্ম্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম্ম আছে
সমুজ্জ্বল! পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী!
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালবাসি'
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান!
মনে আছে দুই পত্র একদিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু,—"হান তারে ছুরি,"
মাতা লিখেছিল, "পত্রে বিষ দিনু পূরি
কর তাহা পান!" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম্ম কেহ কেড়ে নিত
তা হলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীর-পদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্ম্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্য্যামী যেথা জেগে রয়

সেথায় সমান দোঁহে! মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি ;—কোন দিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প,—অবাধ্য শরীর
সঙ্কোচে কুঞ্চিত হত ;—কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী! পূর্ণ ভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা ; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে ; নহি পতিতা রমণী,—
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে
মোর পতিধর্ম্ম হ'তে নাহি যাব ফিরে
ধর্ম্মান্তরে অপরাধীসম!—এ কি, এ কি!
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্তকেশে!

রমাবাইয়ের প্রবেশ।

জননী আমার!
কথনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে! মাগো মা জননি
দেহ তব পদধূলি!

রমাবাই।

ছুঁস্‌নে যবনী

পাতকিনী!

অমাবাই।

কোন পাপ নাই মোর দেহে,—

নির্ম্মল তোমারি মত!

রমাবাই।

যবনের গেহে

কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম্ম আপনার?

অমাবাই।

পতি কাছে!

রমাবাই।

পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!

জানিস্ কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি,

ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,

একমাত্র ইষ্টদেব! ম্লেচ্ছ মুসল্‌মান,

ব্রাহ্মণ-কন্যার পতি! দেবতা-সমান!

অমাবাই।

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি' তবুও যবনে

ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যমনে

পূজিয়াছি পতি বলি' ; মোরে করে ঘৃণা
এমন কে সতী আছে ? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতী-স্বর্গলোকে !

রমাবাই।

সতী তুমি !

অমাবাই।

আমি সতী !

রমাবাই।

জানিস্ মরিতে অসঙ্কোচে !

অমাবাই।

জানি আমি।

রমাবাই।

তবে জ্বাল চিতানল ! ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে।

অমাবাই।

জীবাজি ?

রমাবাই।

জীবাজি।

বাক্‌দত্ত পতি তোর ! তারি ভস্মে আজি

ভস্ম মিলাইতে হবে! বিবাহ রাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন!

বিনায়ক রাও।

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে!
দারুণ কর্ত্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন,—যাও তুমি! অয়ি প্রিয়া
বৃথা করিতেছ ক্ষোভ! যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তর-ছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে
অগ্নিতে দিতাম তারে; সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জ্জীব বন্ধন

ধর্ম্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!—যাও বৎসে চলে,
যাও তব গৃহকর্ম্মে ফিরে,—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে,—অভিনব
ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝে! এস প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে
সংসারের দুঃখ সুখ চক্র আবর্ত্তন
ত্যাগ করি',—

রমাবাই।

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ব্বের লজ্জা! কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালী
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি'!
সতী-খ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের পরে!

অমাবাই।

ছাড় লোকলাজ

লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,

এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ

লোকের মুখের বাক্যে করিওনা মাপ,—

সত্যেরে প্রত্যক্ষ কর মৃত্যুর আলোকে!

সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে

তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে

মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে

নির্দ্দোষী কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য ক'বে—

কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী র'বে

শ্মশানের অধীশ্বর পদে!

রমাবাই।

জ্বাল চিতা,

সৈন্যগণ! ঘের আসি বন্দিনীরে!

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

ভয় নাই, ভয় নাই! হায় বৎসে হায়

মাতৃহস্ত হতে আজি রক্ষিতে তোমায়

পিতারে ডাকিতে হল!—যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে
ধর্ম্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে একদিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার!

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

আয় বৎসে! বৃথা আচার বিচার!
পুত্র লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন! সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম্ম সত্য চিরদিন!
পিতৃস্নেহ নির্ব্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়!

রমাবাই।

কোথা যাস্! ফের!
রে পাপিষ্ঠে, ওই দেখ্ তোর লাগি প্রাণ

যে দিয়েছে রণভূমে,—তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না,—তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে, ধরি' তোর মৃত্যু-পূত হাতে
শূরস্বর্গ মাঝে! শুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্তভৃত্য জীবাজির,—
এই তাঁর বাক্‌দত্তা বধূ,—চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ কর!

সৈন্যগণ।

ধন্য পুণ্যবতী!

অমাবাই।

পিতা!

বিনায়ক রাও।

ছাড়্ তোরা!

সৈন্যগণ।

যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।

বিনায়ক রাও।

পতি এঁর স্বধর্ম্মী যবন।

সেনাপতি।

সৈন্যগণ,

বাঁধ বৃদ্ধ বিনায়কে!

রমাবাই।

মূঢ় তোরা কি করিস্ বসি!

বাজা বাদ্য, কর্ জয়ধ্বনি!

সৈন্যগণ।

জয় জয়!

অমাবাই।

নায়কিণী!

সৈন্যগণ।

জয় জয়!

রমাবাই।

রটা বিশ্বময়

সতী অমা!

অমাবাই।

জাগ, জাগ, জাগ ধর্ম্মরাজ!

শ্মশানের অধীশ্বর, জাগ তুমি আজ!

হের তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত

ক্ষুদ্র শত্রু,—জাগ, তারে কর বজ্রাঘাত

দেবদেব ! তব নিত্যধৰ্ম্মে কর জয়ী
ক্ষুদ্র ধৰ্ম্ম হতে !

রমাবাই।

বল্ জয় পুণ্যময়ী,
বল্ জয় সতী !

সৈন্যগণ।

জয় জয় পুণ্যবতী !

অমাবাই।

পিতা, পিতা, পিতা মোর !

সৈন্যগণ।

ধন্য ধন্য সতী !

নরক-বাস।

নরক-বাস।

নেপথ্যে।

কোথা যাও মহারাজ!

সোমক।

কে ডাকে আমারে

দেবদূত? মেঘলোকে ঘন অন্ধকারে

দেখিতে না পাই কিছু,—হেথা ক্ষণকাল

রাখ তব স্বর্গরথ!

নেপথ্যে।

ও গো নরপাল

নেমে এস! নেমে এস হে স্বর্গ-পথিক!

সোমক।

কে তুমি কোথায় আছ?

নেপথ্যে।

আমি সে ঋত্বিক্

মর্ত্ত্যে তব ছিনু পুরোহিত।

সোমক।

ভগবন্,

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে এই মহা অন্ধকার লোক,—
সূর্য্যচন্দ্রতারাহীন ঘনীভূত শোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন মতন
নভস্তল,—হেথা কেন তব আগমন ?

প্রেতগণ।

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদ লোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হতে দেখা যায়,—স্বর্গযাত্রিগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষ্যা-জর্জ্জরিত
আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্ম্মরিত
ধরণীর বনভূমি,—সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান—কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়!

ঋত্বিক।

মহারাজ, নাম'

তব দেবরথ হতে!

প্রেতগণ।

ক্ষণকাল থাম

আমাদের মাঝখানে! ক্ষুদ্র এ প্রার্থনা

হতভাগ্যদের! পৃথিবীর অশ্রুকণা

এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,

সদ্যছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।

মাটির তৃণের গন্ধ, ফুলের, পাতার,

শিশুর, নারীর, হায়, বন্ধুর, ভ্রাতার

বহিয়া এনেছ তুমি! ছয়টি ঋতুর

বহুদিনরজনীর বিচিত্র মধুর

সুখের সৌরভ রাশি!

সোমক।

গুরুদেব, প্রভো,

এ নরকে কেন তব বাস?

ঋত্বিক।

পুত্রে তব

যজ্ঞে দিয়েছিনু বলি—সে পাপে এ গতি

মহারাজ!

প্রেতগণ।

কহ সে কাহিনী, নরপতি,
পৃথিবীর কথা! পাতকের ইতিহাস
এখনো হৃদয়ে হানে কৌতুক উল্লাস!
রয়েছে তোমার কণ্ঠে মর্ত্ত্যরাগিণীর
সকল মূর্চ্ছনা, সুখদুঃখকাহিনীর
করুণ কম্পন! কহ তব বিবরণ
মানবভাষায়!

সোমক।

হে ছায়া-শরীরিগণ
সোমক আমার নাম, বিদেহ-ভূপতি।
বহু বর্ষ আরাধিয়া দেব দ্বিজ যতী
বহু যাগ যজ্ঞ করি, প্রাচীন বয়সে
এক পুত্র লভেছিনু,—তারি স্নেহবশে
রাত্রিদিন আছিলাম আপনা-বিস্মৃত!
সমস্ত সংসার-সিন্ধু-মথিত-অমৃত
ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
ছিল সে আমারে! আমার হৃদয়

ছিল তারি মুখপরে—সূর্য্য যথা রয়
ধরণীর পানে চেয়ে, হিমবিন্দুটিরে
পদ্মপত্র যত ভয়ে ধরে রাখে শিরে
সেই মত রেখেছিনু তারে! সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম্ম রাজধর্ম্ম স্নেহপানে মোর
চাহিত সরোষ চক্ষে; দেবী বসুন্ধরা
অবহেলা-অবমানে হইত কাতরা,
রাজলক্ষ্মী হত লজ্জামুখী।
সভামাঝে
একদা অমাত্যসাথে ছিনু রাজকাজে
হেনকালে অন্তঃপুরে শিশুর ক্রন্দন
পশিল আমার কর্ণে! ত্যজি' সিংহাসন
দ্রুত ছুটে চলে গেনু ফেলি সর্ব্বকাজ।

ঋত্বিক।

সে মুহূর্ত্তে প্রবেশিনু রাজসভামাঝ
আশিষ করিতে নৃপে ধান্যদূর্ব্বাকরে
আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া

ব্রাহ্মণের অভিমান। ক্ষণকাল পরে
ফিরিয়া আসিলা রাজা লজ্জিত অন্তরে।
আমি শুধালেম তাঁরে, কহ হে রাজন্
কি মহা অনর্থপাত দুর্দ্দৈব ঘটন
ঘটেছিল, যার লাগি ব্রাহ্মণেরে ঠেলি
অন্ধ অবজ্ঞার বশে,—রাজকর্ম্ম ফেলি,
না শুনি বিচারপ্রার্থী প্রজাদের যত
আবেদন, পররাষ্ট্র হতে সমাগত
রাজদূতগণে নাহি করি সম্ভাষণ,
সামন্ত রাজন্যগণে না দিয়া আসন,
প্রধান অমাত্য সবে রাজ্যের বারতা
না করি জিজ্ঞাসাবাদ, না করি শিষ্টতা
অতিথি সজ্জন গুণিজনে—অসময়ে
ছুটি গেলা অন্তঃপুরে মত্তপ্রায় হয়ে
শিশুর ক্রন্দন শুনি? ধিক্ মহারাজ
লজ্জায় আনতশির ক্ষত্রিয়-সমাজ
তব মুগ্ধব্যবহারে, শিশু-ভুজপাশে
বন্দী হয়ে আছ পড়ি' দেখে সবে হাসে
শত্রুদল দেশে দেশে,—নীরব সঙ্কোচে
বন্ধুগণ সঙ্গোপনে অশ্রুজল মোছে!

সোমক।

ব্রাহ্মণের সেই তীব্র তিরস্কার শুনি
অবাক্ হইল সভা!—পাত্রমিত্র গুণী
রাজগণ প্রজাগণ রাজদূত সবে
আমার মুখের পানে চাহিল নীরবে
ভীত কৌতূহলে! রোষাবেশ ক্ষণতরে
উত্তপ্ত করিল রক্ত;—মুহূর্ত্তেক পরে
লজ্জা আসি করি দিল দ্রুত পদাঘাত
দৃপ্ত রোষ-সর্প-শিরে! করি প্রণিপাত
গুরুপদে—কহিলাম বিনম্র বিনয়ে—
ভগবন্, শান্তি নাই এক পুত্র লয়ে,
ভয়ে ভয়ে কাটে কাল! মোহবশে তাই
অপরাধী হইয়াছি—ক্ষমা ভিক্ষা চাই!
সাক্ষী থাক মন্ত্রী সবে, হে রাজন্যগণ
রাজার কর্ত্তব্য কভু করিয়া লঙ্ঘন
খর্ব্ব করিব না আর ক্ষত্রিয় গৌরব!

ঋত্বিক।

কুণ্ঠিত আনন্দে সভা রহিল নীরব!
আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
অন্তরে পোষণ করি—এক-পুত্র-শাপ

দূর করিবারে চাও—পন্থা আছে তারো,—
কিন্তু সে কঠিন কাজ, পার কি না পার
ভয় করি! শুনিয়া সগর্ব্বে মহারাজ
কহিলেন—নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয় তনয়—
কহিলাম স্পর্শি' তব পাদপদ্মদ্বয়!
শুনিয়া কহিনু মৃদু হাসি',—হে রাজন্
শুন তবে! আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম কর দিয়ে আপন-সন্তান।
তারি মেদ-গন্ধ-ধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শত পুত্রবতী—
কহিনু নিশ্চয়!—শুনি নীরব নৃপতি
রহিলেন নত শিরে। সভাস্থ সকলে
উঠিল ধিক্কার দিয়া উচ্চ কোলাহলে!
কর্ণে হস্ত রুধি' কহে যত বিপ্রগণ
ধিক্ পাপ এ প্রস্তাব!—নৃপতি তখন
কহিলেন ধীরস্বরে—তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু!
তখন নারীর আর্ত্ত বিলাপে চৌদিক্
কাঁদি উঠে,—প্রজাগণ করে ধিক্ ধিক্,

বিদ্রোহ জাগাতে চায় যত সৈন্যদল
ঘৃণাভরে। নৃপ শুধু রহিলা অটল।
জ্বলিল যজ্ঞের বহ্নি। যজন সময়ে
কেহ নাই,—কে আনিবে রাজার তনয়ে
অন্তঃপুর হতে বহি'! রাজভৃত্য সবে
আজ্ঞা মানিল না কেহ। রহিল নীরবে
মন্ত্রিগণ। দ্বাররক্ষী মুছে চক্ষুজল,
অস্ত্র ফেলি চলি গেল যত সৈন্যদল!
আমি ছিন্নমোহপাশ, সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী,
হৃদয়-বন্ধন সব মিথ্যা বলে' মানি,—
প্রবেশিনু অন্তঃপুরমাঝে। মাতৃগণ
শত-শাখা-অন্তরালে ফুলের মতন
রেখেছেন অতিযত্নে বালকেরে ঘেরি
কাতর উৎকণ্ঠাভরে। শিশু মোরে হেরি
হাসিতে লাগিল উচ্চে দুই বাহু তুলি;—
জানাইল অর্দ্ধস্ফুট কাকলী আকুলি,—
মাতৃব্যূহ ভেদ করে' নিয়ে যাও মোরে!
বহুক্ষণ বন্দী থাকি' খেলাবার তরে
ব্যগ্র তার শিশুহিয়া। কহিলাম হাসি'
মুক্তি দিব এ নিবিড় স্নেহবন্ধ নাশি',

আয় মোর সাথে! এত বলি বল করি'
মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি'
সহাস্য শিশুরে। পায়ে পড়ি' দেবীগণ
পথ রুধি' আর্ত্তকণ্ঠে করিল ক্রন্দন—
আমি চলে এনু বেগে! বহ্নি উঠে জ্বলি—
দাঁড়ায়ে রয়েছে রাজা পাষাণ পুত্তলী।
কম্পিত প্রদীপ্ত শিখা হেরি হর্ষ ভরে
কলহাস্যে নৃত্য করি' প্রসারিত করে
ঝাঁপাইতে চাহে শিশু! অন্তঃপুর হতে
শতকণ্ঠে উঠে আর্ত্তরব! রাজপথে
অভিশাপ উচ্চারিয়া যায় বিপ্রগণ
নগর ছাড়িয়া! কহিলাম, হে রাজন
আমি করি মন্ত্রপাঠ, তুমি এরে লও,
দাও অগ্নিদেবে!

সোমক।

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
কহিয়োনা আর!

প্রেতগণ!

থাম থাম ধিক্ ধিক্!
পূর্ণ মোরা বহু পাপে, কিন্তু রে ঋত্বিক

শুধু একা তোর তরে একটি নরক
কেন সৃজে নাই বিধি! খুঁজি যমলোক
তব সহবাসযোগ্য নাহি মিলে পাপী!

দেবদূত।

মহারাজ এ নরকে ক্ষণকাল যাপি'
নিষ্পাপে সহিছ কেন পাপীর যন্ত্রণা?
উঠ স্বর্গরথে—থাক্ বৃথা আলোচনা
নিদারুণ ঘটনার!

সোমক।

রথ যাও লয়ে
দেবদূত! নাহি যাব বৈকুণ্ঠ-আলয়ে!
তব সাথে মোর গতি নরক মাঝারে
হে ব্রাহ্মণ! মত্ত হয়ে ক্ষাত্র-অহঙ্কারে
নিজ কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতে ক্ষালন
নিষ্পাপ শিশুরে মোর করেছি অর্পণ
হুতাশনে, পিতা হয়ে। বীর্য্য আপনার
নিন্দুকসমাজমাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম্ম রাজধর্ম্ম পিতৃধর্ম্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম! সে পাপ জ্বালায়

জ্বলিয়াছি আমরণ,—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ!
হায় পুত্র, হায় বৎস নবনী-নির্ম্মল,
করুণ কোমল কান্ত, হা মাতৃবৎসল,
একান্ত নির্ভরপর পরম দুর্ব্বল
সরল চঞ্চল শিশু পিতৃ-অভিমানী
অগ্নিরে খেলনাসম পিতৃদান জানি
ধরিলি দু'হাত মেলি' বিশ্বাসে নির্ভয়ে!
তার পরে কি ভর্ৎসনা ব্যথিত বিস্ময়ে
ফুটিল কাতর চক্ষে বহ্নিশিখাতলে
অকস্মাৎ! হে নরক, তোমার অনলে
হেন দাহ কোথা আছে যে জিনিতে পারে
এ অন্তর তাপ! আমি যাব স্বর্গদ্বারে!
দেবতা ভুলিতে পারে এ পাপ আমার,
আমি কি ভুলিতে পারি সে দৃষ্টি তাহার,
সে অন্তিম-অভিমান? দগ্ধ হব আমি
নরক অনলমাঝে নিত্য দিনযামী
তবু বৎস তোর সেই নিমেষের ব্যথা,
আচম্বিত বহ্নি-দাহে ভীত কাতরতা
পিতৃ-মুখপানে চেয়ে,—পরম বিশ্বাস

চকিতে হইয়া ভঙ্গ মহা নিরাশ্বাস,
তার নাহি হবে পরিশোধ!

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।

মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমাতরে আজ,
চল ত্বরা করি!

সোমক।

সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্ম্মরাজ! বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে!

ধর্ম্ম।

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর নরকানলে! সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে! যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত!

ঋত্বিক।

যেয়োনা যেয়োনা তুমি চলে'
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষ্যানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়োনা যেয়োনা
একাকী অমরলোকে! নূতন বেদনা
বাড়ায়োনা বেদনায় তীব্র দুর্ব্বিষহ,
সৃজিয়োনা দ্বিতীয় নরক! রহ রহ
মহারাজ, রহ হেথা!

সোমক।

রব তব সহ
হে দুর্ভাগা! তুমি আমি মিলি অহরহ
করিব দারুণ হোম, সুদীর্ঘ যজন
বিরাট নরক হুতাশনে! ভগবন্
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে কর মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি!

ধর্ম্ম।

মহান্ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি!
ভালের তিলক হোক্ দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হোক্ তব স্বর্ণ সিংহাসন!

প্রেতগণ।

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী!
নিষ্পাপ নরকবাসী! হে মহা বৈরাগী!
পাপীর অন্তরে কর গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে! কর নরক উদ্ধার!
বস আসি দীর্ঘ যুগ মহাশক্র সনে
প্রিয়তম মিত্রসম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্য্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্ব্বাণ জ্যোতি॥

গান্ধীজীর আন্দোলন।

গান্ধারীর আবেদন।

দুর্য্যোধন।

প্রণমি চরণে তাত !

ধৃতরাষ্ট্র।

ওরে দুরাশয়

অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ ?

দুর্য্যোধন।

লভিয়াছি জয় !

ধৃতরাষ্ট্র।

এখন হয়েছ সুখী ?

দুর্য্যোধন।

হয়েছি বিজয়ী !

ধৃতরাষ্ট্র।

অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই

রে দুর্ম্মতি ?

দুর্য্যোধন।

সুখ চাহি নাই মহারাজ !

জয় ! জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ !

ক্ষুদ্র সুখে ভরেনাক ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষ্যাসিন্ধু-মন্থন-সঞ্জাত—
সদ্য করিয়াছি পান,— সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী! পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বদ্ধ পাণ্ডবকৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কর্ম্মহীন গর্ব্বহীন দীপ্তিহীন সুখে!
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি'
বনে যায় চলি,—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী!

ধৃতরাষ্ট্র।

ধিক্ তোর ভ্রাতৃদ্রোহ!
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্য্যোধন।

ভুলিতে পারিনে সে যে,—
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি!—যদি হ'ত দূরবর্ত্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ; শর্ব্বরীর শশধর

মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে,—
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব্ব-উদয়-শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্য্যলোক কিছুতে না ধরে!
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা!

ধৃতরাষ্ট্র।

ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী!

দুর্য্যোধন।

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষ্যা সুমহতী!
ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম্ম! দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান,—লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন;
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে,—
এক সূর্য্য এক শশী! মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল,—আজি কুরু-সূর্য্য একা,
আজি আমি জয়ী!

ধৃতরাষ্ট্র।

আজি ধর্ম্ম পরাজিত

দুর্য্যোধন।

লোকধর্ম্ম রাজধর্ম্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষজন
সহায় সুহৃদ্‌রূপে নির্ভর বন্ধন,—
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্য্যের অংশ-অপহারী! ক্ষুদ্রজনে
বলভাগ করে' লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্ব্বলতা, তত তার ক্ষয়!
রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃধর্ম্ম বন্ধুধর্ম্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,-
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি'
পাণ্ডব-গৌরব-গিরি পঞ্চচূড়াময়!

ধৃতরাষ্ট্র।

জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহঙ্কারী!

দুর্য্যোধন।

যার যাহা বল

তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল!

ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিক সমান

তাই বলে' ধনুঃশরে বধি' তার প্রাণ

কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ

যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,—

আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহঙ্কার!

ধৃতরাষ্ট্র।

আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধ্বনি

পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী

সমুচ্চ ধিক্কারে!

দুর্য্যোধন।

নিন্দা! আর নাহি ডরি,

নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।

নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী

স্পর্দ্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি'

মোর পাদপীঠতলে! "দুর্য্যোধন পাপী"

"দুর্য্যোধন ক্রূরমনা" "দুর্য্যোধন হীন"
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি' কহি, মহারাজ,
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
"দুর্য্যোধন রাজা!—দুর্য্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্য্যোধন বহে
নিজহস্তে নিজনাম!"

ধৃতরাষ্ট্র।

ওরে বৎস, শোন্!
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্ব্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি' রাখে চিত্ততল!
রসনায় নৃত্য করি' চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে,—দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন-শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়-দুর্গে! প্রীতি-মন্ত্রবলে
শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা-সর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে!—

দুর্য্যোধন।

অব্যক্ত নিন্দায়

কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ-মর্য্যাদায়,
ভ্রূক্ষেপ না করি তাহে! প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্দ্ধা নাহি চাই
মহারাজ!—প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,—
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জ্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ! আমি চাহি ভয়
সেই মোর রাজপ্রাপ্য,—আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি'! শুন নিবেদন
পিতৃদেব,—এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিন্দুকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টকতরুর মত নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি' ব্যবধান;
শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান,
আমাদের নিত্য নিন্দা,—এই মতে পিতঃ
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চির নির্ব্বাসিত।
এই মতে পিতঃ মোরা শিশুকাল হতে

হীনবল,—উৎসমুখে পিতৃস্নেহ-স্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিক্ষীণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত; পাণ্ডবেরা স্ফীত
অখণ্ড অবাধগতি;—অন্ত হতে পিতঃ
যদি সে নিন্দুকদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহে,—যদি তারা বিজ্ঞবেশে
হিতকথা ধর্ম্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্ম্মডোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব,—নাহি কাজ
সিংহাসন-কণ্টকশয়নে,—মহারাজ
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্ব্বাসনে!

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় বৎস অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর

কিছু যদি হ্রাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ!
অধর্ম্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ! করিতেছি সর্ব্বনাশ তোর,
এত স্নেহ! জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে,—
তবু পুত্র দোষ দিস্ স্নেহ নাই বলে!
মণি-লোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি!—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ,—নিশাচর গৃধ্রসবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার,—পদে পদে
সঙ্কীর্ণ হতেছে পথ,—আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর,—তবু দৃঢ়করে
ভয়ঙ্কর স্নেহে বক্ষে বাঁধি' লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—

আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের!—সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্ত্তে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরোনো সংশয়,
আলিঙ্গন কোরোনো শিথিল,—ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর!—ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা!
জয়ধ্বজা তোল্ শূন্যে! আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি রবে,—
না র'বে বিদুর ভীষ্ম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি রবে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর,
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ!

চরের প্রবেশ।

চর।

মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব উপাসনা,
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চ্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া ;—পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যশালা রুদ্ধ সব ; সন্ধ্যা হল তবু
ভৈরব মন্দির মাঝে নাহি বাজে প্রভু
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে ;—
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার পানে
দীনবেশে সজল নয়নে।

দুর্য্যোধন।

নাহি জানে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন ! মূঢ় ভাগ্যহীন !
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দ্দিন !
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন ! দেখি কতদিন রয়

প্রজার পরম স্পর্দ্ধা,—নির্ব্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন,—নিরস্ত্র দর্পের
হুহুঙ্কার!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শনপ্রার্থিনা পদে!

ধৃতরাষ্ট্র।

রহিনু তাঁহারি
প্রতাক্ষায়।

দুর্য্যোধন।

পিতঃ আমি চলিলাম তবে!

(প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র।

কর পলায়ন! হায় কেমনে বা সবে
সাধ্বী জননীর দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ!

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী।

নিবেদন আছে শ্রীচরণে! অনুনয়
রক্ষা কর নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র।

কভু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা!

গান্ধারী।

ত্যাগ কর এইবার-

ধৃতরাষ্ট্র।

কারে হে মহিষী!

গান্ধারী।

পাপের সংঘর্ষে যার
পড়িছে ভীষণ শান ধর্ম্মের কৃপাণে
সেই মূঢ়ে!

ধৃতরাষ্ট্র।

কে সে জন? আছে কোন্ খানে?
শুধু কহ নাম তার!

গান্ধারী।

পুত্র দুর্য্যোধন!

ধৃতরাষ্ট্র।

তাহারে করিব ত্যাগ?

গান্ধারী।

এই নিবেদন

তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র।

দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী

রাজমাতা।

গান্ধারী।

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি

হে কৌরব? কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ কর ত্যাগ কর তারে—
কৌরব কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুমুখী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্ম্ম তারে করিবে শাসন

ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে,—আমি পিতা—

গান্ধারী।

মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জ্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?

স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি'
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে,—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ ?—তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ কর আজ !

ধৃতরাষ্ট্র।

কি রাখিব তারে ত্যাগ করি ?

গান্ধারী।

ধর্ম্ম তব !

ধৃতরাষ্ট্র।

কি দিবে তোমারে ধর্ম্ম ?

গান্ধারী।

দুঃখ নবনব !

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্ম্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া ?

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় প্রিয়ে,

ধর্ম্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যূতবদ্ধ পাণ্ডবের হৃত রাজ্যধন।
পরক্ষণে পিতৃস্নেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—"কি করিলি ওরে!
এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ! বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ
তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে,
পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে!
কি করিলি, হতভাগ্য, বৃদ্ধ, বুদ্ধিহত,
দুর্ব্বল দ্বিধায় পড়ি! অপমান-ক্ষত
রাজ্য ফিরে দিলে তবু মিলাবেনা আর
পাণ্ডবের মনে—শুধু নব কাষ্ঠ ভার
হুতাশনে দান! অপমানিতের করে
ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে!
সক্ষমে দিয়োনা ছাড়ি দিয়ে স্বল্প পীড়া,—
করহ দলন! কোরোনা বিফল ক্রীড়া
পাপের সহিত; যদি ডেকে আন তারে,

বরণ করিয়া তবে লহ একেবারে!”—
এই মত পাপবুদ্ধি পিতৃস্নেহরূপে
বিঁধিতে লাগিল মোর কর্ণে চুপে চুপে
কত কথা তীক্ষ্ণ সূচিসম! পুনরায়
ফিরানু পাণ্ডবগণে,—দ্যূতছলনায়
বিসর্জ্জিনু দীর্ঘ বনবাসে! হায় ধর্ম্ম,
হায়রে প্রবৃত্তিবেগ! কে বুঝিবে মর্ম্ম
সংসারের!

গান্ধারী।

ধর্ম্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু,—
ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ! মূঢ় নারী আমি,
ধর্ম্মকথা তোমারে কি বুঝাইব স্বামী,
জান ত সকলি! পাণ্ডবেরা যাবে বনে,
ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে,—
এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার
মহীপতি,—পুত্রে তব ত্যজ এইবার,—
নিষ্পাপীরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ
লইয়োনা,—ন্যায় ধর্ম্মে কোরোনা বিমুখ
পৌরব প্রাসাদ হতে,—দুঃখ সুদুঃসহ

আজ হতে ধর্ম্মরাজ লহ তুলি লহ,
দেহ তুলি মোর শিরে!

ধৃতরাষ্ট্র।

হায় মহারাণী,
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী!

গান্ধারী।

অধর্ম্মের মধুমাখা বিষফল তুলি,
আনন্দে নাচিছে পুত্র;—স্নেহমোহে ভুলি'
সে ফল দিয়োনা তারে ভোগ করিবারে,
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে!
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে
ফেলে রাখি সেও চলে যাক্ নির্ব্বাসনে,
বঞ্চিত পাণ্ডবদের সমদুঃখভার
করুক্ বহন!

ধৃতরাষ্ট্র।

ধর্ম্মবিধি বিধাতার,—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্ম্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য,—অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য্য করিবেন তিনি!
আমি পিতা—

গান্ধারী।

তুমি রাজা, রাজ-অধিরাজ,
বিধাতার বামহস্ত ;— ধর্ম্মরক্ষা কাজ
তোমা 'পরে সমর্পিত। শুধাই তোমারে
যদি কোন প্রজা তব, সতী অবলারে
পরগৃহ হতে টানি করে অপমান
বিনা দোষে—কি তাহার করিবে বিধান ?

ধৃতরাষ্ট্র।

নির্ব্বাসন।

গান্ধারী।

তবে আজ রাজ-পদতলে
সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে
বিচার প্রার্থনা করি! পুত্র দুর্য্যোধন
অপরাধী প্রভু! তুমি আছ, হে রাজন্,
প্রমাণ আপনি! পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব
স্বার্থ লয়ে বাধে অহরহ,—ভাল মন্দ
নাহি বুঝি তার,—দণ্ডনীতি, ভেদনীতি,
কূটনীতি কতশত,—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে! বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,

কৌশলে কৌশল হানে,—মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্ম্মে শান্ত অন্তঃপুরে!
যে সেথা টানিয়া আনে বিদ্বেষ অনল
বাহিরের দ্বন্দ্ব হতে,—পুরুষেরে ছাড়ি
অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া নিরুপায় নারী
গৃহধর্ম্মচারিণীর পুণ্যদেহ 'পরে
কলুষ-পরুষ স্পর্শে অসম্মানে করে
হস্তক্ষেপ,—পতি সাথে বাধায়ে বিরোধ
যে নর পত্নীরে হানি লয় তার শোধ
সে শুধু পাষণ্ড নহে, সে যে কাপুরুষ!
মহারাজ, কি তার বিধান? অকলুষ
পুরুবংশে পাপ যদি জন্মলাভ করে
সেও সহে,—কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্ব্বভরে
ভেবেছিনু গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে,—হায় নাথ, সে দিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্ত্তকণ্ঠরব
প্রাসাদ-পাষাণ-ভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা ঘৃণা করুণার তাপে,—ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভামাঝখানে

গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা, ধর্ম্ম জানে
সে দিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব্ব! কুরুরাজগণ!
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা, হে মহারথী, জড়মূর্ত্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি,—কোষমাঝে নিশ্চল কৃপাণ
বজ্র-নিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ সমান
নিদ্রাগত!—মহারাজ, শুন মহারাজ
এ মিনতি! দূর কর জননীর লাজ,
বীরধর্ম্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্ম্মে করহ সম্মান,—ত্যাগ কর
দুর্য্যোধনে!

ধৃতরাষ্ট্র।

পরিতাপ-দহনে জর্জ্জর
হৃদয়ে করিছ শুধু নিষ্ফল আঘাত
হে মহিষী!

গান্ধারী।

শতগুণ বেদনা কি নাথ,
লাগিছে না মোরে? প্রভু, দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার! যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার! যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়োনা,—
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা,—পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,—
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র!—পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্ব্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,—

ন্যায়ের বিচার তব নির্ম্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে! ত্যাগ কর
পাপী দুর্য্যোধনে!

ধৃতরাষ্ট্র।

প্রিয়ে, সংহর, সংহর
তব বাণী! ছিঁড়িতে পারিনে মোহডোর,
ধর্ম্মকথা শুধু আসি হানে সুকঠোর
ব্যর্থ ব্যথা! পাপী পুত্র ত্যজ্য বিধাতার
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তারি
একমাত্র; উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব!—উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি,
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি ধরি,
তারি সাথে এক পাপে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে,—অংশ লই তার দুর্গতির,
অর্দ্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্ম্মতির,—
সেই ত সান্ত্বনা মোর,—এখন ত আর
বিচারের কাল নাই—নাই প্রতিকার,

নাই পথ,—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে !

প্রস্থান।

গান্ধারী।

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও ! নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাক বিধির বিধিরে !
ধৈর্য্য ধরি ! যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন !
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, সেই মত কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে !
লুটাও লুটাও শির, প্রণম, রমণী,
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্র-ঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায় ! তোর আর্ত্ত জর্জ্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ্ তার পথতলে !

ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে
চাহিয়া নিমেষহীন!—তার পরে যবে
গগনে উড়িবে ধূলি, কাঁপিবে ধরণী,
সহসা উঠিবে শূন্যে ক্রন্দনের ধ্বনি—
হায় হায় হা রমণী, হায় রে অনাথা,
হায় হায় বীরবধূ, হায় বীরমাতা,
হায় হায় হাহাকার—তখন সুধীরে
ধূলায় পড়িস্ লুটি' অবনত শিরে
মুদিয়া নয়ন!—তার পরে নমো নমঃ
সুনিশ্চিত পরিণাম, নির্ব্বাক্ নির্ম্মম
দারুণ করুণ শান্তি; নমো নমো নমঃ
কল্যাণ কঠোর কান্ত, ক্ষমা স্নিগ্ধতম!
নমো নমো বিদ্বেষের ভীষণা নির্ব্বৃতি!
শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি!

দুর্য্যোধনমহিষী ভানুমতীর প্রবেশ।

ভানুমতী (দাসীগণের প্রতি)

ইন্দুমুখি! পরভৃতে! লহ তুলি শিরে
মাল্যবস্ত্র অলঙ্কার!

গান্ধারী।

বৎসে, ধীরে! ধীরে!

পৌরব ভবনে কোন্ মহোৎসব আজি!

কোথা যাও নব বস্ত্র অলঙ্কারে সাজি

বধূ মোর?

ভানুমতী।

শত্রুপরাভব-শুভক্ষণ

সমাগত!

গান্ধারী।

শত্রু যার আত্মীয় স্বজন

আত্মা তার নিত্য শত্রু, ধর্ম্ম শত্রু তার,

অজেয় তাহার শত্রু! নব অলঙ্কার

কোথা হতে, হে কল্যাণি!

ভানুমতী।

জিনি বসুমতী

ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি

দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলঙ্কার,

যজ্ঞদিনে যাহা পরি' ভাগ্য-অহঙ্কার

ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে

দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে,—বিদ্ধ হ'ত বুকে

কুরুকুলকামিনীর—সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে!

গান্ধারী।

হা রে মূঢ়ে, শিক্ষা তবু হল না তোমার,
সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহঙ্কার!
একি ভয়ঙ্করী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কাসম দহিছে না আজ
এ মণি-মঞ্জীর তোরে? রত্ন ললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা!
তোরে হেরি অঙ্গে মোর ত্রাসের স্পন্দন
সঞ্চারিছে,—চিত্তে মোর উঠিছে ক্রন্দন,—
আনিছে শঙ্কিত কর্ণে, তোর অলঙ্কার
উন্মাদিনী শঙ্করীর তাণ্ডব-ঝঙ্কার!

ভানুমতী।

মাতঃ মোরা ক্ষত্রনারী! দুর্ভাগ্যের ভয়
নাহি করি! কভু জয়, কভু পরাজয়,—
মধ্যাহ্ন গগনে কভু, কভু অস্তধামে
ক্ষত্রিয়মহিমা সূর্য্য উঠে আর নামে।
ক্ষত্রবীরাঙ্গনা মাতঃ সেই কথা স্মরি'
শঙ্কার বক্ষেতে থাকি সঙ্কটে না ডরি

ক্ষণকাল! দুর্দ্দিন-দুর্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি' উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবি,
কেমনে বাঁচিতে হয়, শ্রীচরণ সেবি'
সে শিক্ষাও লভিয়াছি!

গান্ধারী।

বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে! লয়ে দলবল
সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীর-রক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্নঅলঙ্কার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতা-কুঞ্জবনে মঞ্জরীর মত
ঝঞ্ঝাবাতে! বৎসে, ভাঙ্গিয়োনা বদ্ধ সেতু!
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়োনা বিপ্লবের কেতু
গৃহমাঝে! আনন্দের দিন নহে আজি!
স্বজন-দুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব্ব করিয়ো না মাতঃ! হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
কর আচরণ,—বেণী করি উন্মোচন

শান্ত মনে কর বৎসে দেবতা-অর্চ্চন!
এ পাপ-সৌভাগ্যদিনে গর্ব্ব-অহঙ্কারে
প্রতিক্ষণে লজ্জা দিয়োনাক বিধাতারে!
খুলে ফেল অলঙ্কার, নব রক্তাম্বর,
থামাও উৎসব বাদ্য, রাজ-আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও, পুত্রি, ডাক পুরোহিতে,
কালেরে প্রতীক্ষা কর শুদ্ধসত্ব চিতে!

ভানুমতীর প্রস্থান।

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।

আশীর্ব্বাদ মাগিবারে এসেছি জননী
বিদায়ের কালে!

গান্ধারী।

সৌভাগ্যের দিনমণি
দুঃখরাত্রি-অবসানে দ্বিগুণ উজ্জ্বল
উদিবে হে বৎসগণ! বায়ু হতে বল,
সূর্য্য হতে তেজ, পৃথ্বী হতে ধৈর্য্য ক্ষমা
কর লাভ, দুঃখব্রত পুত্র মোর! রমা
দৈন্যমাঝে গুপ্ত থাকি দীন ছদ্মরূপে

ফিরুন্ পশ্চাতে তব, সদা চুপে চুপে।
দুঃখ হতে তোমা তরে করুন্ সঞ্চয়
অক্ষয় সম্পদ! নিত্য হউক্ নির্ভয়
নির্ব্বাসনবাস!—বিনা পাপে দুঃখভোগ
অন্তরে জ্বলন্ত তেজ করুক্ সংযোগ—
বহ্নিশিখাদগ্ধ দীপ্ত সুবর্ণের প্রায়—
সেই মহাদুঃখ হবে মহৎ সহায়
তোমাদের!—সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্ম্মরাজ বিধি,—যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেবনর কে দাঁড়াবে তোমাদের পথে!
মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক্ সব মোর আশীর্ব্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণসিন্ধু করুক্ মন্থন!

(দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক)।

ভূলুণ্ঠিতা স্বর্ণলতা, হে বৎসে আমার,
হে আমার রাহুগ্রস্ত শশি! একবার
তোল শির, বাক্য মোর কর অবধান!
যে তোমারে অবমানে তারি অপমান

জগতে রহিবে নিত্য, কলঙ্ক অক্ষয়!
তব অপমানরাশি বিশ্বজগন্ময়
ভাগ করে লইয়াছে সর্ব্ব কুলাঙ্গনা
কাপুরুষতার হস্তে সতীর লাঞ্ছনা!
যাও বৎসে, পতি সাথে অমলিন মুখ,
অরণ্যেরে কর স্বর্গ, দুঃখে কর সুখ!
বধূ মোর, সুদুঃসহ পতি-দুঃখ-ব্যথা
বক্ষে ধরি, সতীত্বের লভ সার্থকতা!
রাজগৃহে আয়োজন দিবস যামিনী
সহস্র সুখের; বনে তুমি একাকিনী
সর্ব্বসুখ, সর্ব্বসঙ্গ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়,
সকল সান্ত্বনা একা সকল আশ্রয়,
ক্লান্তির আরাম শান্তি, ব্যাধির শুশ্রূষা,
দুর্দ্দিনের শুভলক্ষ্মী, তামসীর ভূষা
ঊষা মূর্ত্তিমতী! তুমি হবে একাকিনী
সর্ব্বপ্রীতি, সর্ব্বসেবা, জননী, গেহিনী,—
সতীত্বের শ্বেতপদ্ম সম্পূর্ণ সৌরভে
শতদলে প্রস্ফুটিয়া জাগিবে গৌরবে!

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ।

কর্ণ।

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা-সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি,—কহ মোরে তুমি কে গো মাতঃ!

কুন্তী।

বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব সাথে,
সেই আমি, আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ!

কর্ণ

দেবী তব নত-নেত্র-কিরণ সম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্য্যকরঘাতে
শৈল তুষারের মত। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্ব্বজন্ম হতে পশি কর্ণপর

জাগাইছে অপূর্ব্ব বেদনা। কহ মোরে
জন্ম মোর বাঁধা আছে কি রহস্য-ডোরে
তোমা সাথে হে অপরিচিতা!

কুন্তী।

ধৈর্য্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল! দেব দিবাকর
আগে যাক্ অস্তাচলে! সন্ধ্যার তিমির
আস্থক্ নিবিড় হয়ে!—কহি তোরে বীর
কুন্তী আমি!

কর্ণ।

তুমি কুন্তী! অর্জ্জুন-জননী!

কুন্তী।

অর্জ্জুনজননী বটে! তাই মনে গণি'
দ্বেষ করিয়ো না বৎস! আজো মনে পড়ে
অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে।
তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণকুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্ব্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মত।
যবনিকা-অন্তরালে নারী ছিল যত
তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী

অতৃপ্ত স্নেহ-ক্ষুধার সহস্র নাগিনী
জাগায়ে জর্জ্জর বক্ষে ? কাহার নয়ন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে দিল আশিষ-চুম্বন ?
অর্জ্জুন-জননী সে যে! যবে কৃপ আসি
তোমারে পিতার নাম শুধালেন হাসি,
কহিলেন, "রাজকুলে জন্ম নহে যার
অর্জ্জুনের সাথে যুদ্ধে নাহি অধিকার,"—
আরক্ত আনত মুখে না রহিল বাণী,
দাঁড়ায়ে রহিলে,—সেই লজ্জা-আভাখানি
দহিল যাহার বক্ষ অগ্নিসম তেজে,
কে সে অভাগিনী ? অর্জ্জুনজননী সে যে!
পুত্র দুর্য্যোধন ধন্য, তখনি তোমারে
অঙ্গরাজ্যে কৈল অভিষেক! ধন্য তারে!
মোর দুই নেত্র হতে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক সাথে। হেন কালে করি পথ
রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ
আনন্দ বিহ্বল। তখনি সে রাজসাজে
চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে
অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে

সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ সম্ভাষণে!
ক্রূর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে
ধিক্কারিল; সেইক্ষণে পরম গরবে
বীর বলি' যে তোমারে ওগো বীরমণি
আশীষিল, আমি সেই অর্জ্জুন-জননী!

কর্ণ।

প্রণমি তোমারে আর্য্যে! রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী? এযে রণভূমি,
আমি কুরুসেনাপতি।

কুন্তী।

পুত্র, ভিক্ষা আছে,—
বিফল না ফিরি যেন!

কর্ণ।

ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা কর, দিব চরণে তোমার!

কুন্তী।

এসেছি তোমারে নিতে!

কর্ণ।

কোথা লবে মোরে?

কুন্তী।

তৃষিত বক্ষের মাঝে—লব মাতৃ-ক্রোড়ে!

কর্ণ।

পঞ্চপুত্রে ধন্য তুমি, তুমি ভাগ্যবতী,
আমি কুলশীলহীন, ক্ষুদ্র নরপতি,
মোরে কোথা দিবে স্থান?

কুন্তী।

সর্ব্ব উচ্চভাগে,
তোমারে বসাব মোর সর্ব্বপুত্র আগে
জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি!

কর্ণ।

কোন্ অধিকার-মদে
প্রবেশ করিব সেথা? সাম্রাজ্য-সম্পদে
বঞ্চিত হয়েছে যারা, মাতৃস্নেহধনে
তাহাদের পূর্ণ অংশ খণ্ডিব কেমনে
কহ মোরে? দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়,
বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়—
সে যে বিধাতার দান!

কুন্তী।

পুত্র মোর, ওরে,
বিধাতার অধিকার লয়ে এই ক্রোড়ে
এসেছিলি একদিন—সেই অধিকারে
আয় ফিরে সগৌরবে, আয় নির্ব্বিচারে,
সকল ভ্রাতার মাঝে মাতৃ-অঙ্কে মম
লহ আপনার স্থান!

কর্ণ।

শুনি স্বপ্নসম
হে দেবী তোমার বাণী! হের, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারিধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী! গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা-প্রত্যূষে! পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি! রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক্ স্বপ্ন হোক্, এস স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণহস্ত ললাটে চিবুকে

রাখ ক্ষণকাল! শুনিয়াছি লোকমুখে
জননীর পরিত্যক্ত আমি! কতবার
হেরেছি নিশীথ স্বপ্নে, জননী আমার
এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়,
কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
জননী গুণ্ঠন খোল দেখি তব মুখ—
অমনি মিলায় মূর্ত্তি তৃষার্ত্ত উৎসুক
স্বপনেরে ছিন্ন করি! সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব-জননী-রূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে!
হের দেবী পরপারে পাণ্ডব-শিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক,—এপারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ! আজ রাতে
অর্জ্জুনজননী-কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর! মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সঙ্গীতে
উঠিল বাজিয়া—চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়!

কুন্তী।

তবে চলে আয় বৎস, তবে চলে আয়!

কর্ণ।

যাব মাতঃ চলে যাব, কিছু শুধাবনা—
না করি সংশয় কিছু না করি ভাবনা!—
দেবি, তুমি মোর মাতা! তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুদ্ধভেরী জয়শঙ্খ—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়!
কোথা যাব, লয়ে চল!

কুন্তী।

ওই পরপারে
যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্তব্ধ চন্দ্রাবারে
পাণ্ডুর বালুকাতটে!

কর্ণ।

হোথা মাতৃহারা
মা পাইবে চিরদিন! হোথা ধ্রুবতারা
চিররাত্রি রবে জাগি সুন্দর উদার
তোমার নয়নে! দেবি, কহ আরবার
আমি পুত্র তব!

কুন্তী।

পুত্র মোর!

কর্ণ।

কেন তবে

আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,
কেন দিলে নির্ব্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?
রাখিলে বিচ্ছিন্ন করি অর্জ্জুনে আমারে,—
তাই শিশুকাল হতে টানিছে দোঁহারে
নিগূঢ় অদৃশ্য পাশ হিংসার আকারে
দুর্নিবার আকর্ষণে! মাতঃ, নিরুত্তর?
লজ্জা তব ভেদ করি' অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্ব্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু!—থাক্ থাক্ তবে!
কহিয়ো না, কেন তুমি ত্যজিলে আমারে!
বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ

সে কথার দিয়োনা উত্তর! কহ মোরে,
আজি কেন ফিরাইতে আসিয়াছ ক্রোড়ে?

কুন্তী।

হে বৎস, ভর্ৎসনা তোর শতবজ্রসম
বিদীর্ণ করিয়া দিক্ এ হৃদয় মম
শত খণ্ড করি! ত্যাগ করেছিনু তোরে
সেই অভিশাপে, পঞ্চ পুত্র বক্ষে করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন,—তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে! বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্ব-দেবতার!—আমি আজি ভাগ্যবতী,
পেয়েছি তোমার দেখা!—যবে মুখে তোর
একটি ফুটেনি বাণী, তখন কঠোর
অপরাধ করিয়াছি—বৎস, সেই মুখে
ক্ষমা কর্ কুমাতায়! সেই ক্ষমা, বুকে
ভর্ৎসনার চেয়ে তেজে জ্বালুক্ অনল
পাপ দগ্ধ করে মোরে করুক্ নির্ম্মল!

কর্ণ।

মাতঃ, দেহ পদধূলি, দেহ পদধূলি,
লহ অশ্রু মোর!

কুন্তী।

তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে!
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে!—
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান,
দূর করি দিয়া বৎস সর্ব্ব অপমান
এস চলি যেথা আছে তব পঞ্চ ভ্রাতা।

কর্ণ।

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব!
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষ্যা নাহি করি কারে!—

কুন্তী।

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহ হে বৎস উদ্ধার!
দুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর

সারথি হবেন রণে,—ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র—তুমি শত্রুজিৎ
অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে।

কর্ণ।

সিংহাসন! যে ফিরাল মাতৃ-স্নেহ-পাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত!—
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্ত্তেই মাতঃ করেছ নির্ম্মূল
মোর জন্মক্ষণে! সূত-জননীরে ছলি'
আজ যদি রাজ-জননীরে মাতা বলি,—
কুরুপতিকাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে' ধাই যদি রাজসিংহাসনে
তবে ধিক্ মোরে!

কুন্তী।

বীর তুমি, পুত্র মোর,
ধন্য তুমি! হায় ধর্ম্ম, একি সুকঠোর
দণ্ড তব! সেই দিন কে জানিত হায়

ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন্ বলবীর্য্য লভি' কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্ম্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে!
একি অভিশাপ!

কর্ণ।

মাতঃ করিয়ো না ভয়!
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়!
আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধ ফল! এই শান্ত স্তব্ধক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত,—আশাহীন
কর্ম্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম! যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক্ রাজা হোক্ পাণ্ডব-সন্তান,—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে!
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে

নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্ম্মম চিত্তে তেয়াগ' জননী
দীপ্তিহীন কীর্ত্তিহীন পরাভব 'পরে ;
শুধু এই আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই !

———

বিদায়-অভিশাপ।

বিদায়-অভিশাপ।

কচ ও দেবযানী।

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে'
অন্তরে জাজ্জ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্য্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পূরিয়াছে ?
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি ; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে !

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই ? তবু আরবার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান ; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম !

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূন্য নাই
সুলক্ষণে !

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে !
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া ! স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্পবরিষণ
সদ্যচ্ছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরা কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে ! নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,

নিবারিতে প্রবাস-বেদনা! অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই বলে' স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড় আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে!

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে!

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ ত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে'
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—
যেতেছ চলিয়া?

সকলি সমাপ্ত হল দু'কথা বলিয়া!
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?

কচ। দেবযানী, কি আমার অপরাধ!

দেবযানী। হায়!
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভচ্ছায়া, পল্লবমর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন,—তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হের আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে' পড়ে,
তুমি শুধু চলে' যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর পরে
নাহি মোর অনাদর,—চির প্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই

গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে ; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে ;—যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বস শেষবার
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহচ্ছায়ার ;—
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি!

কচ। অভিনব

বলে' যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে ;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার!
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কত দিন আমার মতন

প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জ্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন ; প্রাতঃস্নান পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে , রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা, ওগো তারি মাঝে
এ পুরাণো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে !

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে ;
স্বর্গসুধা পান করে' সে পুণ্য গাভীরে
ভুলো না গরবে !

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার ; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিনী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি
তারি করিয়াছি সেবা ; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনীতীরে, তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন ; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট পরে
অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—
আলস্যমন্থর তনু লভি' তরুতল

রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা ; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্তদৃষ্টি মেলি', গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর মনে রেখো, আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে' ;—
হায় রে দুরাশা !

কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি',
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নব শুক্লাম্বরী
জ্যোতিঃস্নাত মূর্ত্তিমতী ঊষা, হাতে সাজী
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি
"তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী"!

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে,—আসিয়াছি তব দ্বারে

তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।

কচ। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে;
হাসিয়া কহিনু—পিতা, ভিক্ষা এক আছে।
চরণে তোমার।—স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন—কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম—বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তাঁরে
এ মিনতি।—সে আজিকে হল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

কচ। ঈর্ষ্যাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে'
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চির কৃতজ্ঞতা!

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোন দুঃখ নাই!
উপকার যা করেছি হয়ে যাক্ ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান! সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোন দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতীতীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি' পুষ্পবনে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে' দিয়ে থাকে সায়াহ্ন-আকাশ
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক্ কৃতজ্ঞতা!
যদি সখা হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ; পরিধান
করে' থাকে কোন দিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর;—
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে! কতদিন এই বনে

দিগ্‌দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা,
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিনে কল্পনার ভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস-হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন; ভেবে দেখ একবার
কত উষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

দেবযানী। জানি সখে
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে; তাই আজি হেন
স্পর্দ্ধা রমণীর! থাক তবে, থাক তবে,
যেওনাকো! সুখ নাই যশের গৌরবে!
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল-বিস্মৃত! ওগো বন্ধু আমি জানি
রহস্য তোমার!

কচ। নহে, নহে, দেবযানী!

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন

যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া,—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার। সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে! এ বন্ধন নারিবে কাটিতে!
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে!

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেন নহে?
বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোন নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ? সহস্র বৎসর ধরে’

সাধনা করেছ তুমি কি ধনের তরে
আপনি জান না তাহা। বিদ্যা একধারে
আমি একধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে, তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সঙ্গোপনে। আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও! বল যদি সরল সাহসে
"বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ," নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে! রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

কচ। দেবসন্নিধানে, শুভে, করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি' উপার্জ্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই;
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন; কোন স্বার্থ
করি না কামনা আজি!

দেবযানী। ধিক্ মিথ্যাভাষী!

শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জ্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা 'পরে?
ছাড়ি' অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজী হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা? অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি'
দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি'
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে?
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে

কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত ? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে ? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য্য হ'য়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা ;
লব্ধ মনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে ?—

কচ। হা অভিমানিনী নারী !
সত্য শুনে কি হইবে সুখ ? ধর্ম্ম জানে
প্রতারণা করি নাই ; অকপট প্রাণে
আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ
সেবিয়া তোমারে যদি করে' থাকি দোষ
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,

একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল! আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে - তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ!

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর!
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে' যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্য—পুলকে
সর্ব্ব দুঃখশোক করি দূর-পরাহত;
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত!

আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কি রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা! যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্ম্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি—ফুলের মতন
ছিন্ন করে' নিয়ে—মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে'
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলিপরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা! তোমা 'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার

ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ!

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে!
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে!

চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। মদন। বসন্ত।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর?

মদন। আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারী হিয়া
বেদনা-বন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা। কি বেদনা কি বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল;
আমি পিছে পিছে ফিরে' পদে পদে তারে
করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্! চরিতার্থ
দাসী দেব-দরশনে।

মদন। কল্যাণি, কি লাগি'
এ কঠোর ব্রত তব? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুসুম,
অনঙ্গ পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কি চাও ভদ্রে?

চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোন মোর ইতিহাস! জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজ-সুতা।
মোর পিতৃবংশে কভু কন্যা জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্ব্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন। শুনিয়াছি।
তাই ত জনক তব পুত্রের সমান

পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্ব্বিদ্যা
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাব ভাব,
বিলাস-চাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত। সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোন নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি' অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি'।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্ম-গহন গম্ভীর মহারণ্যে

কিছুদূর অগ্রসরি' দেখিনু সহসা
রুধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে' যেতে,—নড়িল না, চাহিল না ফিরে'।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না।—সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,—রোষদৃষ্টি
মিশাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালকমূর্ত্তি হেরিয়া আমার।
শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে', সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্ত্তি হেরি',
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী

আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে! আমিই চেতন করে' দিই
এক দিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কি ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা। সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু "কে তুমি?" শুনিনু উত্তর "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।"
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে' গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্য পালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম

তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য্যবীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে!—

কি ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি' গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছিছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা ভিক্ষা,—বর্ব্বরের মত
রহিলি দাঁড়ায়ে—হেলা করি' চলি' গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্ত্তে মরিতাম
যদি!—

পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে' দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ

লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসঙ্কোচে। গোপনে গেলাম সেই বনে।
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—

মদন। বলে' যাও বালা। মোর কাছে করিয়োনা
কোনো লাজ। আমি মনসিজ ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভাল,
তার পরে কি কহিনু আমি, কি উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়োনা, ভগবন্!
মাথায় পড়িল ভেঙ্গে লজ্জা বজ্ররূপে
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল
"ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে!"

পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে!

তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জ্জন নারীপদতলে
চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য্য!—গৃহে গিয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল;—কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু—ছিল যা' গর্ব্বের ধন
এতকাল মোর—লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত!
অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল!
ধন্য সেই মুগ্ধা মূর্খা ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্যা ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্য্যবল, তপস্যার
তেজ!—হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
একদণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া—সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,

দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি' আনি দিব সম্মুখে তোমার!
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা! বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত্তপরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে "এ কোন্ বালক,
পূর্ব্বজনমের চিরদাস, এ জনমে

সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মত !”
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি ;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল !
আপনারে ব্যারেক দেখাতে পারি যদি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা ! হায় হত বিধি,
সে দিন কি দেখেছিল ? সরমে কুঞ্চিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল
প্রলাপবাদিনী ? কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই ! যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি ! হায় হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চির জীবনের কাজ,
জন্ম জন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি

দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ!
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ!
কর মোরে অপূর্ব্ব সুন্দরী! দাও মোরে
সেই এক দিন—তার পরে চির দিন
রহিল আমার হাতে!—যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্ত্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে!
বড় ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণসদ্ম পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে! সে বাসনা
পূরাও আমার শুধু দিনেকের তরে!

মদন। তথাস্তু!

বসন্ত। তথাস্তু! শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি'
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি!

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়। অৰ্জ্জুন।

অৰ্জ্জুন। কাহারে হেরিনু ? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?
নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী ;—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান করে' যায় ; গভীর পূর্ণিমা রাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।
সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ণ বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা ; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখ সুখ উলটি পালটি,
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্ত্য মানবের।
হেন কালে ঘন তরু-অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে
কি অপূর্ব্ব রূপ ! কোমল চরণতলে

ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল ?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি' বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি' ধীরে সরোবর-তীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া ;
উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর—প্রেমের করুণা মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস, সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন

চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি ; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি ;
নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল ;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।
ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে চমকিয়া গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তি-তৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া

পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে ;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।
আর একবার যদি—কে দুয়ার ঠেলে ?

(দ্বার খুলিয়া)

এ কি ! সেই মূর্ত্তি ! শান্ত হও হে হৃদয় !
কোন ভয় নাই মোরে, বরাননে ! আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত দুর্ব্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য্য, তুমি অতিথি আমার !
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কি সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি !

অর্জ্জুন। অতিথি সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরি ! শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর ! যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জ্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি'
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জ্জন, হতভাগ্য
মর্ত্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত!

চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা সাধনাতরে এক মনে করি
শিবপূজা।

অর্জ্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!—সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপ মাঝে
যেখানে যা কিছু আছে দুর্ল্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে;
কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি আমি যারে চাহি।

অর্জ্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমরকাংক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে

করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন!
কহ নাম তার—শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জ্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা করে' ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্য্য সম্পদে। কহ শুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্ত্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসি!
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে
রাজবংশচূড়া?

অর্জ্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন। বল শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধন্বু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'। ব্রহ্মচারি,
কেন এ অধৈর্য্য তব ?

তবে মিথ্যা এ কি !
মিথ্যা সে অর্জ্জুন নাম ? কহ এই বেলা
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক্ সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে ! তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জ্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধন্বু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান্।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্য্য বীর্য্য তার,
মিথ্যা হোক্ সত্য হোক্, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তাঁরে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ ?

অর্জ্জুন। আমি পার্থ, দেবি, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসি, তুমি পার্থ!

অর্জ্জুন। তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি'
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি', অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে, সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে'

নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!

অর্জ্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়! শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রামরূপিনী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া—বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে! আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে;—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে

তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাস-শিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণ-নলিনীর
সুবর্ণ-মৃণাল সাথে মিশি' নেমে গেছে
অগাধ অসীমে ; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষ কোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান্
সূর্য্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশিয়া
দি'ছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত
মর্ত্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপণ।

চিত্রাঙ্গদা। আমি নহি, আমি নহি, হায়, পার্থ, হায়
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরোনা
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাও!

তরুতলে চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীর হৃদয়ের,
তৃষার্ত্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
হোমাগ্নি-শিখার মত; সেই, নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি!

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ।

হে অনঙ্গদেব, এ কি রূপ-হুতাশনে

ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে'
মারি!

মদন। বল, তন্বি, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কি সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা,
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে, পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে, শুয়েছিনু আনমনে,
রাখিয়া অলস শির বামবাহু'পরে
ভাবিতেছিলাম গত দিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জ্জুনের মুখে,
আনিতেছিলাম তাহা মনে; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হ'তে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব্ব ইতিহাস, গতজন্মকথা সম;
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্ব্বাপর; যেন আমি ধরাতলে
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে

ভ্রমর-গুঞ্জনগীতি, বন-বনান্তের
আনন্দ মর্ম্মর ; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নোয়াইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরি,—

মদন। সঙ্গীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বল।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্ব্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণ শাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য আবেশে
মোর গৌর তনু'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন।
অচেতনে গেল কতক্ষণ! হেন কালে

ঘুমঘোরে কখন্ করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মত পরশ করিছে
লালস রভসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি' উঠিনু জাগি'।
দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্ত্তি সম। পূর্ব্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে' এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশু রাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন-নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া; সুপ্ত বায়ু;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেই মত চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর!

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারিদিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।
দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহ মাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া!
কহিলাম "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে,
সব লহ জীবন-বল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে।
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।
প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সঙ্গীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর।

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত
উন্নত ললাট-পটে অরুণের আভা ;
মর্ত্ত্যলোকে যেন নব উদয় পর্ব্বতে
নবকীর্ত্তি-সূর্য্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি' নিঃশ্বাস ফেলিয়া ;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি' অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে।—দেখিলাম চতুর্দ্দিকে
সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে' গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নব প্রভাতের
শেফালি-বিকীর্ণ-তৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মত।
বিজন বিতানতলে বসি,' করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এলনা ক্রন্দন।

মদন। হায়, মানবনন্দিনি,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধর সম্মুখে ;
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর,
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন !

চিত্রাঙ্গদা। কারে, দেব, করাইলে পান ! কার তৃষা
মিটাইলে ! সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝঙ্কার সম, সে ত মোর নহে !
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি,' আমারে বঞ্চিত করি' !
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে' ঝরে' পড়ে' যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়া-লাবণ্য মোর ;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে' র'বে চির দিনরাত ! মীনকেতু,
কোন মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া

অঙ্গ-সহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাৎ! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা,—সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারীহৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে!

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
আশার তরণী এসে গেছে ফিরে' ফিরে'
তরঙ্গ আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা। কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব! সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করিনি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে!
আজ প্রাতে উঠে', নৈরাশ্যধিক্কারবেগে

অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়! মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন্,
আর তাঁহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসর শয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর! হে অতনু,
বর তব ফিরে' লও!

মদন। যদি ফিরে' লই,—
ছলনার আবরণ খুলে' ফেলে' দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি

ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া কি আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভাল! এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে! সেই-আপনারে
করিব প্রকাশ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণা করে চলে' যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব!
সেও ভাল ইন্দ্রসখা!

বসন্ত। শোন মোর কথা!
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে' যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি' মানিবে ফাল্গুনী!
যাও, ফিরে' যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে!

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। কি দেখিছ বীর!

অর্জ্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি', কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা ; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি' খেলা করিতেছে যেন, সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি অমনি সুন্দর করে' ধরে'
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাস-দিবসগুলি গেঁথে' গেঁথে' প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা ; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে ?

অর্জ্জুন। গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা ?
গৃহ চির বরষের। নিত্য যাহা থাকে তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে.
অনাদরে পাষাণের মাঝে! তার চেয়ে

অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে,—দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোন
খেদ রহিবে না কারো মনে!

অর্জ্জুন। এই শুধু!

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন?
আলস্যের দিনে যাহা ভাল লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেল শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি এক দণ্ড কাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখ। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।

এই মালা পর গলে। শ্রান্ত মোর তনু

ওই তব বাহু'পরে টেনে লও বীর ।
সন্ধি হোক্ অধরের সুখ-সম্মিলনে
ক্ষান্ত করি' মিথ্যা অসন্তোষ ! বাহুবন্ধে,
এস, বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চির-পরাজয়ে ।

অর্জ্জুন । ওই শোন,
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া !

মদন ও বসন্ত ।

বসন্ত । শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা ! হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ কর রণরঙ্গ তব । রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন ! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি ।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতনশ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা ।
এবার বিদায় দাও সখা ।

মদন। জানি, তুমি
অনন্ত অস্থির চির-শিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি' বহুকাল ধরে',
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি' ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই ;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি' কোথা
যেতেছে উড়িয়া, চ্যুত পল্লবের মত।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হ'তে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায় ;
ধ'রে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে' যাই
হেন নরাধম নহি ; তারে লয়ে তাই

চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে' আছে কর্ত্তব্যবিহীন

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখ বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্ব্বতের পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব্ব-উপহাসে তটের তর্জ্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে, পঞ্চভ্রাতা মিলে
চিত্রক অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি' উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝর কল্লোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্কপরে, দিয়ে যেত

আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত'। শিকার সমাধা হ'লে
পঞ্চসঙ্গী পণ করি' মোরা সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্যগর্ব্বে
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেই মত বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারি,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক্ শেষ! তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা! নহে, তাহা নহে। এ বন্যহরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি'!
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন্
স্বপনের মত! ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের ভার বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে,—শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ'পরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়,—তোমাতে আমাতে, নাথ,

সেই মত খেলা, আজি বরষার দিনে ;—
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি' ; যত শর, যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি বরিষণ, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

———

মদন ও চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। হে মন্মথ, কি জানি কি দিয়েছ মাখায়ে
সর্ব্বদেহে মোর! তীব্র মদিরার মত
রক্ত সাথে মিশে' উন্মাদ করেছে মোরে,
আপনার গতিগর্ব্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে

বনে বনে তারে। নির্দ্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, এক দণ্ড
স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভরে'
ফেটে' পড়ে' যায়!

মদন। থাক্! ভাঙ্গিয়োনা খেলা!
এ খেলা আমার! ছুটুক্ ফুটুক্ বাণ,
টুটুক্ হৃদয়! আমার মৃগয়া আজি।
দাও দাও শ্রান্ত করে' দাও, কর তারে
পদানত; বাঁধ তারে দৃঢ়পাশে; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জ্জর করে' দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হান বুকে! শিকারে দয়ার বিধি নাই!

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

অর্জ্জুন। কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন?
নিত্য স্নেহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে', সেথাকার

প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেনো? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা' দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়! প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব প্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জ্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে' পড়ে'
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জ্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি

মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস!
নামধামগোত্রগৃহবাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও, প্রিয়ে!
চারিপার্শ্ব হ'তে ঘেরি' পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস! নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কি মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই!—যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি! সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জ্জুন। তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে! প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায় এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্প-পরমায়ু দেবতার আশীর্ব্বাদে!
গত বসন্তের যত মৃত পুষ্প সাথে

ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ! যে ক'দিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া কর পান! এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে' ফিরে' গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে, তৃষিত ভৃঙ্গের মত।

বনচরগণ। অর্জ্জুন।

বনচর। হায় হায় কে রক্ষা করিবে!

অর্জ্জুন। কি হয়েছে?

বনচর। উত্তর পর্ব্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্ব্বত্য বন্যার
মত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়,

যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ পর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ!

(প্রস্থান।)

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। কি ভাবিছ নাথ?

অর্জ্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী!

চিত্রা। কুৎসিৎ কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা!
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে!

অর্জ্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।

চিত্রা। ছিছি, সেই
তার মন্দভাগ্য! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে' বেঁধে' হেসে' কেঁদে'
সেবায় সোহাগে ছেয়ে' চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম! কি হইবে
কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার!
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বন-পথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে' যেতে!
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্য্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!

এস নাথ, ওই দেখ
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,

কচি কচি পীত শ্যাম কিশলয় তুলি'
আর্দ্র করি' ঝরনার শীকরনিকরে।
গম্ভীর পল্লবছায়ে বসি', ক্লান্ত কণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি'। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ বিরল বিরামে!

অর্জ্জুন। আজ নহে
প্রিয়ে!

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ?

অর্জ্জুন। শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোন ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে' দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি'।

অর্জ্জুন। তবু আজ্ঞা কর প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে' আসি কর্ত্তব্য-সন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্ত্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্ব্বার নবীন গৌরবে ভরি' আনি'
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি আমি
নাই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে' যাবে? তাই যাও! কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা যোড়া নাহি লাগে! তৃপ্তি যদি
হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী, কারো তরে
বসে' নাহি থাকে। সে কাহারো সেবাদাসী
নহে। তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্ম্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার

দলগুলি ফুটে' ঝরে' পড়ে' গেছে ভূমে ;
সব কর্ম্ম ব্যর্থ মনে হবে। চির দিন
রহিবে জীবন মাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এস, নাথ, বস। কেন আজি
এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ?
চিত্রাঙ্গদা ! আজ তার এত ভাগ্য কেন ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত ? কি অভাব তার ?

চিত্রাঙ্গদা। কি অভাব তার ? কি ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি'
রুধ্যমান রমণী-চিত্তেরে। রমণী ত
সহজেই অন্তরবাসিনী ; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি ! কি অভাব তার !
অরুণ-লাবণ্য-লেখা-চিরনির্ব্বাপিত
ঊষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে
বীর্য্যশৈলশৃঙ্গপরে নিত্য-একাকিনী—

কি অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা!
পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জ্জুন। বল বল। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধ রজনীতে।
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্দ্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জ্জন; প্রভাত-প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বল বল শুনি তার কথা!

চিত্রাঙ্গদা। কি আর শুনিবে?

অর্জ্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি' অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের

বিজয়লক্ষ্মীর মত, আৰ্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সঙ্কীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি' সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহীর মতন, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি' জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু 'পরে
স্বাধীন সে অসঙ্কোচ বল, ধিক্ থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী!
অয়ি বরারোহে! বহুদিন কৰ্ম্মহীন
এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘ শীত-নিদ্রোত্থিত ভুজঙ্গের মত।
এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত! বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত

পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রা। হে কৌন্তেয়!
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে' ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ডসম,—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে' দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্য্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্ব্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মত
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত;—সেকি ভাল
লাগিবে পুরুষ চোখে!—থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভাল। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া

করাইব পান ; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে’ যাবে কর্ম্মের সন্ধানে ; পুরাতন
হলে’ যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি’ ! যামিনীর নর্ম্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্ম্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্ত সম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভাল
লাগিবে বীরের প্রাণে ?

অর্জ্জুন ! বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার ! এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান ! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরাল থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন রত্ন, আলিঙ্গন সুধা ;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন,প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে ! তেজস্বিনি, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি, মনে হয়

মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি'! নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে' ওঠে, দেখিতে দেখিতে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি'।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!
আমার যে সত্য তাই লও! শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের। অশ্রু কেন
প্রিয়ে? বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা? বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্, তবে থাক্! ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর! এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে

এ যৌবন যমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য ! এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে' মনে হয় প্রিয়ে !

মদন। বসন্ত। চিত্রাঙ্গদা।

মদন। শেষ রাত্রি আজি !

বসন্ত। আজ রাত্রি অবসানে
তব অঙ্গ-শোভা, ফিরে' যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে' গিয়ে, তব ওষ্ঠ-রাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি' উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরণ তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মত নব জাগরণে।

চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্যু রূপ মোর, শেষ রজনীতে

অন্তিম শিখার মত শ্রান্ত প্রদীপের—
আচম্বিতে উঠুক্ উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন। তবে তাই হোক্! সখা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিঃশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক্ উচ্ছ্বসি পুনর্ব্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি', ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

শেষ রাত্রি। অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান! আর কিছু বাকি আছে?
সব হয়ে গেছে শেষ?—হয় নাই প্রভু!
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকি

আছে, সে আজিকে দিব!

প্রিয়তম, ভাল
লেগেছিল বলে' করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য্য-পুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়! যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা কর প্রভু, নির্ম্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে! এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে!

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াসা! সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়!

দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্ব্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে এক সাথে!—আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্ম-জন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

সূর্য্যোদয়।

(অবগুণ্ঠন খুলিয়া)

আমি চিত্রাঙ্গদা! রাজেন্দ্র-নন্দিনী
হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবর-তীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।

ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি

পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি, তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্র-নন্দিনী।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা।

ক্ষীরো।

ধনী সুখে করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম
গরীবের পড়ে মাথার ঘর্ম্ম!
তুমি রাণী, আছে টাকা শত শত,
খেলাছলে কর দান ধ্যান ব্রত;
তোমার ত শুধু হুকুম মাত্র,
খাটুনি আমারি দিবসরাত্র!
তবুও তোমারি সুযশ, পুণ্য,
আমার কপালে সকলি শূন্য!

নেপথ্যে।

ক্ষীরি, ক্ষীরি, ক্ষীরো!

ক্ষীরো।

কেন ডাকাডাকি,
নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দেব না কি?

রাণী কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

হল কি! তুই যে আছিস্ রেগেই!

ক্ষীরো।

কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই!
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মানুষে!
দিনে দিনে হল শরীর নষ্ট!

কল্যাণী।

কেন, এত তোর কিসের কষ্ট!

ক্ষীরো।

যেথা যত আছে রামী ও বামী
সকলেরি যেন গোলাম আমি!
হোক্ ব্রাহ্মণ, হোক্ শূদ্দুর,
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর!
ঘরেতে কারো ত চড়ে না অন্ন,
তোমারি ভাঁড়ারে নিমন্তন্ন!
হাড় বের হল বাসন মেজে
সৃষ্টির পান তামাক সেজে!

একা একা এত খেটে যে মরি—
মায়া দয়া নেই ?

কল্যাণী।

সে দোষ তোরি !
চাকর দাসী কি টিঁকিতে পারে
তোমার প্রখর মুখের ধারে ?
লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের
লোক গেলে শেষে আর্ত্তনাদের
ধুম পড়ে যাবে,—এর কি পথ্যি
আছে কোনরূপ ?

ক্ষীরো।

সে কথা সত্যি !
ময়না আমার,—তাড়াই সাধে !
অন্যায় দেখে পরাণ কাঁদে।
কোথা থেকে যত ডাকাত জোটে,
টাকাকড়ি সব দু'হাতে লোটে !
আমি না তাদের তাড়াই যদি,
তোমারে তাড়াত আমারে বধি' !

কল্যাণী।

ডাকাত মাধবী, ডাকাত মাধু,

সবাই ডাকাত, তুমিই সাধু!

ক্ষীরো।

আমি সাধু! মাগো, এমন মিথ্যে
মুখেও আনিনে, ভাবিনে চিত্তে!
নিই থুই খাই দুহাত ভরি,
দুবেলা তোমায় আশিস্ করি;
কিন্তু তবু সে দু'হাত পরে
দু মুঠোর বেশি কতই ধরে!
ঘরে যত আন মানুষ জনকে
তত বেড়ে যায় হাতের সংখ্যে!
হাত যে সৃজন করেছে বিধি,
নেবার জন্যে, জান ত দিদি!
পাড়াপড়শির দৃষ্টি থেকে
কিছু আপনার রাখ ত ঢেকে,
তার পরে বেশি রহিলে বাকি
চাকর বাকর আনিয়ো ডাকি!

কল্যাণী।

একা বটে তুমি! তোমার সাথী
ভাইপো, ভাইঝি, নাত্নী, নাতি,
হাট বসে গেছে সোণার চাঁদের,

দুটো করে হাত নেই কি তাঁদের ?
তোর কথা শুনে কথা না সরে,
হাসি পায় ফের রাগও ধরে।

ক্ষীরো।

বেশি রেগে যদি কম হাসি পেত
স্বভাব আমার শুধরিয়ে য়েত।

কল্যাণী।

মলেও যাবে না স্বভাবখানি
নিশ্চয় জেনো!

ক্ষীরো।

সে কথা মানি!
তাইত ভরসা মরণ মোরে
নেবে না সহসা সাহস করে!
ঐ যে তোমার দরজা জুড়ে
বসে গেছে যত দেশের কুঁড়ে!
কারো বা স্বামীর জোটে না খাদ্য,
কারো বা বেটার মামীর শ্রাদ্ধ!
মিছে কথা ঝুড়ি ভরিয়া আনে,
নিয়ে যায় ঝুড়ি ভরিয়া দানে!

নিতে চায় নিক্, কত যে নিচ্চে,
চোখে ধূলো দেবে, সেটা কি ইচ্ছে!

কল্যাণী।

কেন তুই মিছে মরিস্ বকে?
ধূলো দেয়, ধূলো লাগে না চোখে!
বুঝি আমি সব,—এটাও জানি
তারা যে গরীব, আমি যে রাণী!
ফাঁকি দিয়ে তারা ঘোচায় অভাব,
আমি দিই, সেটা আমার স্বভাব।
তাদের সুখ সে তারাই জানে,
আমার সুখ সে আমার প্রাণে!

ক্ষীরো।

নুন খেয়ে গুণ গাহিত কভু,
দিয়ে থুয়ে সুখ হইত তবু!
সাম্‌নে প্রণাম পদারবিন্দে,
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে!

কল্যাণী।

সাম্‌নে যা পাই তাই যথেষ্ট,
আড়ালে কি ঘটে জানেন কেষ্ট!
সে যাই হোক্‌গে, শুধাই তোরে

কাল বৈকালে বল্‌ত মোরে
অতিথি-সেবায় অনেকগুলি
কম পড়েছিল চন্দ্রপুলি,—
কেন বা ছিল না রস্‌করা!

ক্ষীরো।

কেন কর মিছে মস্‌করা
দিদি ঠাকরুণ! আপন হাতে
গুণে দিয়েছিনু সবার পাতে
ছুটো ছুটো করে!

কল্যাণী!

আপন চোখে
দেখেছি পায়নি সকল লোকে,
খালি পাত—

ক্ষীরো।

ওমা তাইত বলি
কোথায় তলিয়ে যায় যে চলি
যত সামগ্রি দিই আনিয়ে!
ভোলা ময়রার সয়তানী এ!

কল্যাণী।

এক বাটি করে দুধ বরাদ্দ,

আধ বাটি তাও পাওয়া অসাধ্য !

ক্ষীরো।

গয়লা ত নন্ যুধিষ্ঠির !
যত বিষ তব কুদৃষ্টির
পড়েছে আমারি পোড়া অদৃষ্টে,
যত ঝাঁটা সব আমারি পৃষ্ঠে,
হায় হায়—

কল্যাণী।

ঢের হয়েছে, আর্ না,
রেখে দাও তব মিথ্যে কান্না !

ক্ষীরো।

সত্যি কান্না কাঁদেন যাঁরা
ঐ আসচেন ঝেঁটিয়ে পাড়া !

প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশিনীগণ।

জয় জয় রাণী হও চিরজয়ী !
কল্যাণী তুমি কল্যাণময়ী !

ক্ষীরো।

ওগো রাণীদিদি, শোন্ ওই শোন্,

পাতে যদি কিছু হত অকুলোন
এত গলা ছেড়ে এত খুলে প্রাণ
উঠিত কি তবে জয় জয় তান ?
যদি দু' চারটে চন্দ্রপুলি
দৈবগতিকে দিতে না ভুলি
তাহলে কি আর রক্ষে থাক্‌ত,
হজম করতে বাপকে ডাক্‌ত !

কল্যাণী।

আজ ত খাবার হয় নি কষ্ট ?

১ মা।

কত পাতে পড়ে হয়েছে নষ্ট,—
লক্ষ্মীর ঘরে খাবার ত্রুটি !

কল্যাণী।

হাঁগো, কে তোমার সঙ্গে উটি ?
আগে ত দেখিনি !—

২ য়া।

আমার মধু,
তারি উটি হয় নতুন বধূ
এনেছি দেখাতে তোমার চরণে
মাজননী !

ক্ষীরো।

সেটা বুঝেছি ধরণে!

২ য়া। (বধূর প্রতি)

প্রণাম করিবে এস এদিকে

এই যে তোমার রাণী দিদিকে!

কল্যাণী।

এস কাছে এস, লজ্জা কাদের?

(আংটি পরাইয়া) আহা মুখখানি দিব্যি চাঁদের,

চেয়ে দেখ্ ক্ষীরি!

ক্ষীরো।

মুখটিত বেশ,

তা চেয়ে তোমার আংটি সরেশ!

২ য়া।

শুধু রূপ নিয়ে কি হবে অঙ্গে,

সোনা দানা কিছু আনেনি সঙ্গে!

ক্ষীরো।

য্াহা এনেছিল সবি সিন্দুকে

রেখেছ যতনে, বলে নিন্দুকে!

কল্যাণী।

এস ঘরে এস।

ক্ষীরো।

যাও গো ঘরে

সোনা পাবে শুধু বাণীর দরে!

(কল্যাণী ও বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রস্থান)

১ মা।

দেখ্ ত মাগীর কাণ্ড এ কি!

ক্ষীরো।

কারে বাদ্ দিয়ে কারে বা দেখি!

৩ য়া।

তা বলে এতটা সহ্য হয় না!

ক্ষীরো।

অন্যের বউ পরলে গয়না

অন্যের তাতে জ্বলে যে অঙ্গ!

৩ য়া।

মাসী জান তুমি কতই রঙ্গ,

এত ঠাট্টাও আছে তোর পেটে,

হাস্‌তে হাস্‌তে নাড়ী যায় ফেটে!

১ মা।

কিন্তু যা বল আমাদের মাতা

নাই তাঁর মত এত বড় দাতা।

ক্ষীরো।

অর্থাৎ কি না এত বড় হাবা
জন্ম দেয় নি আর কারো বাবা!

৩ য়া।

সে কথা মিথ্যে নয় নিতান্ত।
দেখ্ না সেদিন কুশী ও ক্ষান্ত
কি ঠকান্‌টাই ঠকালে, মাগো!
আহা মাসী তুমি সাধে কি রাগো!
আমাদের গায়ে হয় অসহ্য!

৪ র্থী।

বুড়ো মহারাজা যে ঐশ্বর্য্য
রেখে গেছে সে কি এম্‌নি ভাবে
পাঁচ ভূতে শুধু ঠকিয়ে খাবে!

১ মা।

দেখলি ত ভাই কানা আন্দি
কত টাকা পেলে!

৩ য়া।

বুড়ি ঠান্‌ দি
জুড়ে দিলে তার কান্না অস্ত্র
নিয়ে গেল কত শীতের বস্ত্র!

৪ র্থী।

বুড়ি মাগী তার শীত কি এতই।
কাঁথা হলে চলে নিয়ে গেল লুই !
আছে সেটা শেষে চোরের ভাগ্যে,
এ যে বাড়াবাড়ি !

১ মা।

সে কথা যাগ্‌গে !

৪ র্থী।

না না তাই বলি হওনাকো দাতা,
তা বলে খাবে কি বুদ্ধির মাথা !
যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল
যত উড়ে মেড়া খোট্টা বাঙাল
কানা খোঁড়া নুলো যে আসে মরতে
বাচ বিচার কি হবে না করতে ?

৩ য়া।

দেখ্‌না ভাই সে গোপালের মাকে
দু টাকা দিলেই খেয়ে পরে থাকে
পাঁচ টাকা তার মাসে বরাদ্দ
এ যে মিছি মিছি টাকার শ্রাদ্ধ !

৪র্থী।

আসল কথা কি, ভাল নয় থাকা
মেয়ে মান্‌ষের এতগুলো টাকা!

৩য়া।

কত লোকে কত করে যে রটনা,—

১মা।

সেগুলো ত সব মিথ্যে ঘটনা!

৪র্থী।

সত্যি মিথ্যে দেবতা জানে
রটেছে ত কথা পাঁচের কানে
সেটা যে ভাল না!

১মা।

যা বলিস্ ভাই
এমন মানুষ ভূভারতে নাই!
ছোট বড় বোধ নাইক মনে,
মিষ্টি কথাটি সবার সনে!

ক্ষীরো।

টাকা যদি পাই বাক্‌স ভরে
আমার গলাও গলাবে তোরে!
বাপু বল্লেই মিল্‌বে স্বর্গ,

বাছা বল্লেই বলবি ধর্‌গো!
মনে ঠিক জেনো আসল মিষ্টি,
কথার সঙ্গে রূপোর বৃষ্টি!

৪ র্থী।

তাও বলি বাপু, এটা কিছু বেশি,
সবার সঙ্গে এত মেশামেশি!
বড় লোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেই মত চাই চাল-চলন্ ত?

৩ য়া।

দেখ্‌লি সে দিন শশির বাঁ গালে
আপ্‌নার হাতে ওষুধ লাগালে!

৪ র্থী।

বিধু গোঁড়া সেটা নেহাৎ বাঁদর
তারে কেন এত যত্ন আদর?

৩ য়া।

এত লোক আছে কেদারের মাকে
কেন বল দেখি দিনরাত ডাকে!
গয়লাপাড়ার কেষ্টদাসী
তারি সাথে কত গল্প হাসি,
যেন সে কতই বন্ধু পুরোণো!

৪ র্থী।

ওগুলো লোকের আদর কুড়োনা!

ক্ষীরো।

এ সংসারের ঐ ত প্রথা,
দেওয়া নেওয়া ছাড়া নেইক কথা!
ভাত তুলে দেন মোদের মুখে
নাম তুলে নেন পরম সুখে।
ভাত মুখে দিলে তখনি ফুরোয়
নাম চিরদিন কর্ণ জুড়োয়!

৩ র্থী।

ঐ বউ নিয়ে ফিরে এল নেকী।

বধূসহ দ্বিতীয়ার প্রবেশ।

১ মা।

কি পেলি লো বিধু দেখি দেখি দেখি!

২ য়া।

শুধু এক জোড়া রতনচক্র!

৩ য়া।

বিধি আজ তোরে বড়ই বক্র।

এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে !

৪ র্থী।

মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ি
পেয়েছিল হার তা ছাড়া চুড়ি !

২ য়া।

আমি যে গরীব নই যথেষ্ট
গরিবীয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ !
অদৃষ্টে যার নেইক গয়না
গরীব হয়ে সে গরীব হয় না !

৪ র্থী।

বড় মানুষের বিচার ত নেই !
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই
কেউবা তাঁহার মাথার ঠাকুর !

১ মা।

টাকাটা শিকেটা কুম্‌ড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভাল, কে দেয় তাই বা !

২ য়া।

অবিচারে দান দিলেন নাইবা !

মাথা বাঁধা রেখে পায়ের নীচে
ভরি কত সোনা পেলেম মিছে !

ক্ষীরো।

মালক্ষ্মী যদি হতেন সদয়
দেখিয়ে দিতেম দান কারে কয় !

২ য়া।

আহা তাই হোক্, লক্ষ্মীর বরে
তোর ঘরে যেন টাকা নাহি ধরে !

১ মা।

ওলো থাম্ তোরা, রাখ্ ত বকুনি—
রাণীর পায়ের শব্দ যে শুনি !

৪ র্থী।

(উচ্চৈঃস্বরে) আহা জননীর অসীম দয়া !
ভগবতী যেন কমলালয়া !

২ য়া।

হেন নারী আর হয়নি সৃষ্টি,
সবা পরে তাঁর সমান দৃষ্টি !

৩ য়া।

আহা মরি, তাঁরি হস্তে আসি
সার্থক হল অর্থরাশি।

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

রাত হল আজ যাও সবে ঘরে,
এই ক'টি কথা রেখো মনে করে—
আশার অন্ত নাইক বটে,
আর সকলেরি অন্ত ঘটে!
সবার মনের মতন ভিক্ষে
দিতে যদি হত, কল্পবৃক্ষে
ঘুণ ধরে যেত, আমি ত তুচ্ছ!
নিন্দে করলে যাবনা মুচ্ছো,
তবু এ কথাটা ভেবে দেখো দিখি—
ভাল কথা বলা শক্ত বেশি কি? (প্রস্থান)

৪র্থী।

কি বল্‌ছিলেম ছিল সেই খোঁজে!

ক্ষীরো।

নাগো না তা নয়, এটুকু সে বোঝে—
সাম্‌নে তোমরা যেটুকু বাড়ালে
সেটুকু কমিয়ে আন্‌বে আড়ালে।

উপকার যেন মধুর পাত্র,
হজম করতে জ্বলে যে গাত্র,
তাই সাথে চাই ঝালের চাট্‌নি
নিন্দে বান্দা কান্না কাট্‌নি।
যার খেয়ে মশা ওঠেন ফুলে,
জ্বালান্‌ তারেই গোপন হুলে!
দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি
কলিকাল তবে হবে ত সত্যি।

৪ র্থী।

মিথ্যে না ভাই! সাম্‌লে চলিস্‌!
যাই মুখে আসে তাই যে বলিস্‌!
পালন যে করে সে হল মা বাপ,
তাহারি নিন্দে, সে যে মহাপাপ!
এমন লক্ষ্মী এমন সতী
কোথা আছে হেন পুণ্যবতী!
যেমন ধনের কপাল মস্ত
তেমনি দানের দরাজ হস্ত;
যেমন রূপসী তেমনি সাধ্বী,
খুঁৎ ধরে তাঁর কাহার সাধ্যি!
দিসনেকো দোষ তাঁহার নামে!

৩ য়া।

তুমি থাম্‌লে যে অনেক থামে!

২ য়া।

আহা কোথা হতে এলেন গুরু!
হিতকথা আর কোরোনা সুরু!
হঠাৎ ধর্ম্মকথার পাঠটা
তোমার মুখে যে শোনায় ঠাট্টা!

ক্ষীরো।

ধর্ম্মও রাখো, ঝগড়াও থাক্,
গলা ছেড়ে আর বাজিয়োনা ঢাক!
পেট ভরে খেলে, করলে নিন্দে,
বাড়ি ফিরে গিয়ে ভজ গোবিন্দে!

(প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান)

ওরে বিনি, ওরে কিনি, ওরে কাশি!

বিনি কিনি কাশীর প্রবেশ।

কাশী।

কেন দিদি!

কিনি।

কেন খুড়ি!

বিনি।

কেন মাসী!

ক্ষীরো।

ওরে খাবি আয়।

বিনি।

কিছু নেই ক্ষিধে!

ক্ষীরো।

খেয়ে নিতে হয় পেলেই সুবিধে!

কিনি।

রস্‌করা খেয়ে পেট বড় ভার!

ক্ষীরো।

বেশি কিছু নয়, শুধু গোটাচার
ভোলাময়রার চন্দ্রপুলি
দেখ্‌দেখি ঐ ঢাকনা খুলি;—
তাই মুখে দিয়ে, দু'বাটি-খানিক
দুধ খেয়ে শোও লক্ষ্মী মাণিক!

কাশী।

কত খাব দিদি সমস্ত দিন?

ক্ষীরো।

খাবার ত নয় ক্ষিদের অধীন!
পেটের জ্বালায় কত লোকে ছোটে
খাবার কি তার মুখে এসে জোটে?
দুঃখী গরীব কাঙাল ফতুর
চাষাভূষো মুটে অনাথ অতুর
কারো ত ক্ষিদের অভাব হয় না,
চন্দ্রপুলিটা সবার রয় না।
মনে রেখে দিস্ যেটার যা' দর,
ক্ষিদের চাইতে খাবার আদর।
হাঁরে বিনি তোর চিরুণী রুপোর
দেখচিনে কেন খোঁপার উপর?

বিনি।

সেটা ওপাড়ার ক্ষেতুর মেয়ে
কেঁদেকেটে কাল নিয়েছে চেয়ে!

ক্ষীরো।

ঐরে, হয়েছে মাথাটি খাওয়া!
তোমারো লেগেছে দাতার হাওয়া!

বিনি।

আহা কিছু তার নেই যে মাসী!

ক্ষীরো।

তোমারি কি এত টাকার রাশি?
গরীব লোকের দয়ামায়া রোগ
সেটা যে একটা ভারি দুর্যোগ!
না না, যাও তুমি মায়ের বাড়িতে,
হেথাকার হাওয়া সবে না নাড়িতে!
রাণী যত দেয় ফুরোয় না, তাই
দান করে তার কোন ক্ষতি নাই!
তুই যেটা দিলি রইল না তোর
এতেও মনটা হয় না কাতর?
ওরে বোকা মেয়ে আমি আরো তোরে
আনিয়ে নিলেম এই মনে করে
কি করে কুড়োতে হয় যে ভিক্ষে
মোর কাছে তাই করবি শিক্ষে!
কে জান্‌ত তুই পেট না ভরতে
উল্টো বিদ্যা শিখবি মরতে?
—দুধ যে রইল বাটির তলায়
ঐটুকু বুঝি গলেনা গলায়?
আমি মরে গেলে যত মনে আশ
কোরো দান ধ্যান আর উপবাস!

যতদিন আমি রয়েছি বর্ত্তে
দেব না কর্ত্তে আত্মহত্যে!
খাওয়া দাওয়া হল, এখন তবে
রাত ঢের হল শোওগে সবে।

কিনি বিনি কাশীর প্রস্থান ও কল্যাণীর প্রবেশ।

ওগো দিদি আমি বাঁচিনে ত আর!

কল্যাণী।

সেটা বিশ্বাস হয় না আমার!
তবু কি হয়েছে শুনি ব্যাপারটা!

ক্ষীরো।

মাইরি দিদি এ নয়ক ঠাট্টা!
দেশে থেকে চিঠি পেয়েছি মামার
বাঁচে কি না বাঁচে খুড়িটি আমার,—
শক্ত অসুখ হয়েছে এবার,—
টাকাকড়ি নেই ওষুধ দেবার!

কল্যাণী।

এখনো বছর হয়নি গত,
খুড়ির শ্রাদ্ধে নিলি যে কত!

ক্ষীরো।

হাঁ হাঁ বটে বটে মরেছে বেটী,
খুড়ী গেছে তবু আছে ত জ্যেঠী!
আহা রাণী দিদি ধন্য তোরে
এত রেখেছিস্ স্মরণ করে!
এমন বুদ্ধি আর কি আছে!
এড়ায় না কিছু তোমার কাছে?
ফাঁকি দিয়ে খুড়ি বাঁচ্‌বে আবার
সাধ্য কি আছে সে তাঁর বাবার?
কিন্তু কখনো আমার সে জ্যেঠী
মরেনি পূর্ব্বে মনে রেখো সেটি!

কল্যাণী।

মরেওনি বটে জন্মেওনি কভু!

ক্ষীরো।

এমন বুদ্ধি দিদি তোর, তবু
সে বুদ্ধিখানি কেবলি খেলায়
অনুগত এই আমারি বেলায়?

কল্যাণী।

চেয়ে নিতে তোর মুখে ফোটে কাঁটা!

না বল্লে নয় মিথ্যে কথাটা ?
ধরা পড় তবু হওনা জব্দ ?

ক্ষীরো।

"দাও দাও" ও ত একটা শব্দ,
ওটা কি নিত্যি শোনায় মিষ্টি ?
মাঝে মাঝে তাই নতুন সৃষ্টি
কর্ত্তেই হয় খুড়ি জেঠিমার।
জান ত সকলি তবে কেন আর
লজ্জা দেওয়া ?

কল্যাণী।

অম্‌নি চেয়ে কি
পাস্‌নি কখনো তাই বল্ দেখি ?

ক্ষীরো।

মরা পাখীরেও শিকার করে'
তবে ত বিড়াল মুখেতে পোরে!
সহজেই পাই তবু দিয়ে ফাঁকি
স্বভাবটাকে যে শান দিয়ে রাখি।
বিনা প্রয়োজনে খাটাও যাকে
প্রয়োজনকালে ঠিক সে থাকে।

সত্যি বল্‌চি মিথ্যে কথায়
তোমারো কাছেতে ফল পাওয়া যায়!

কল্যাণী।

এবার পাবে না!

ক্ষীরো।

আচ্ছা বেশ ত,
সে জন্যে আমি নইক ব্যস্ত!
আজ না হয় ত কাল ত হবে,
ততখন মোর সবুর সবে।
গা ছুঁয়ে কিন্তু বলচি তোমার
খুড়িটার কথা তুল্‌বনা আর!

(কল্যাণীর হাসিয়া প্রস্থান।)

হরি বল মন! পরের কাছে
আদায় করার সুখও আছে,
দুঃখও ঢের! হে মা লক্ষ্মীটি
তোমার বাহন পেঁচা পক্ষীটি
এত ভালবাসে এ বাড়ির হাওয়া,
এত কাছাকাছি করে আসা-যাওয়া
ভূলে কোন দিন আমার পানে
তোমারে যদি সে বহিয়া আনে

মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর্,
জলপান দিই আশাটা ইঁদুর,
খেয়ে দেয়ে শেষে পেটের ভারে
পড়ে থাকে বেটা আমারি দ্বারে ;
সোনা দিয়ে ডানা বাঁধাই, তবে
ওড়বার পথ বন্ধ হবে !

লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

কে আবার রাতে এসেছ জ্বালাতে,
দেশ ছেড়ে শেষে হবে কি পালাতে ?
আর ত পারিনে !

লক্ষ্মী।

পালাব তবে কি ?

যেতে হবে দূরে !

ক্ষীরো।

রোস রোস দেখি !

কি পরেছ ওটা মাথার ওপর,
দেখাচ্ছে যেন হীরার টোপর !
হাতে কি রয়েছে সোনার বাক্সে
দেখ্‌তে পারি কি ? আচ্ছা, থাক্ সে !

এত হীরে সোনা কারো ত হয় না,-
ও গুলো ত নয় গিল্টি গয়না ?
এ গুলি ত সব সাঁচ্চা পাথর ?
গায়ে কি মেখেছ, কিসের আতর ?
ভুর ভুর করে পদ্মগন্ধ ;
মনে কত কথা কথা হতেছে সন্ধ !
বস বাছা, কেন এলে এত রাতে ?
আমারে ত কেউ আসনি ঠকাতে ?
যদি এসে থাক ক্ষীরিকে তা হলে
চিন্‌তে পার নি সেটা রাখি বলে।
নাম কি তোমার বল দেখি খাঁটি !
মাথা খাও বোলো সত্য কথাটি !

লক্ষ্মী।

একটা ত নয়, অনেক যে নাম।

ক্ষীরো।

হাঁ হাঁ থাকে বটে স্বনাম বেনাম
ব্যবসা যাদের ছলনা করা !
কখনো কোথাও পড়নি ধরা ?

লক্ষ্মী।

ধরা পড়ি বটে দুই দশ দিন

বাঁধন কাটিয়ে আবার স্বাধীন।

ক্ষীরো।

হেঁয়ালিটা ছেড়ে কথা কও সিধে,
অমন কল্লে হবে না সুবিধে!
নামটি তোমার বল অকপটে!

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।

ক্ষীরো।

তেম্‌নি চেহারাটাও বটে!
লক্ষ্মী ত আছে অনেকগুলি,
তুমি কোথাকার বল ত খুলি!

লক্ষ্মী।

সত্যি লক্ষ্মী একের অধিক
নাই ত্রিভুবনে!

ক্ষীরো।

ঠিক ঠিক ঠিক!
তাই বল মাগো, তুমিই কি তিনি?
আলাপ ত নেই চিন্‌তে পারিনি!
চিন্‌তেম যদি চরণ জোড়া
কপাল হত কি এমন পোড়া?

এস, বস, ঘর কর’সে আলো !
পেঁচা দাদা মোর আছে ত ভালো ?
এসেছ যখন, তখন মাতঃ
তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না ত !
যোগাড় করচি চরণ সেবার ;
সহজ হস্তে পড়নি এবার !
সেয়ানা লোকেরে করনা মায়া
কেন যে জানি তা বিষ্ণুজায়া,
না খেয়ে মরে না বুদ্ধি থাক্‌লে,
বোকারি বিপদ তুমি না রাখলে !

লক্ষ্মী।

প্রতারণা করে পেট্‌টি ভরাও,
ধর্ম্মেরে তুমি কিছু না ডরাও ?

ক্ষীরো।

বুদ্ধি দেখ্‌লে এগোও না গো,
তোর দয়া নেই কাজেই মাগো,
বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায় !

লক্ষ্মী

সরল বুদ্ধি আমার প্রিয়,

বাঁকা বুদ্ধিরে ধিক্ জানিয়ো!

ক্ষীরো।

ভাল তলোয়ার যেমন বাঁকা,
তেম্‌নি বক্র বুদ্ধি পাকা!
ও জিনিষ বেসি সরল হলে
নির্ব্বুদ্ধি ত তারেই বলে!
ভাল মাগো, তুমি দয়া কর যদি,
বোকা হয়ে আমি রব নিরবধি!

লক্ষ্মী।

কল্যাণী তোর অমন প্রভু
তারেও দস্যু, ঠকাও তবু!

ক্ষীরো।

অদৃষ্টে শেষে এই ছিল মোর
যার লাগি চুরি সেই বলে চোর!
ঠকাতে হয় যে কপালদোষে
তোরে ভালবাসি বলেই ত সে!
আর ঠকাব না, আরামে ঘুমিয়ো;
আমারে ঠকিয়ে যেও না তুমিও!

লক্ষ্মী।

স্বভাব তোমার বড়ই রুক্ষী!

ক্ষীরো।

তাহার কারণ আমি যে দুঃখী!
তুমি যদি কর রসের বৃষ্টি
স্বভাবটা হবে আপ্‌নি মিষ্টি!

লক্ষ্মী।

তোরে যদি আমি করি আশ্রয়
যশ পাব কি না সন্দেহ হয়!

ক্ষীরো।

যশ না পাও ত কিসের কড়ি!
তবে ত আমার গলায় দড়ি!
দশের মুখেতে দিলেই অন্ন
দশমুখে উঠে ধন্য ধন্য!

লক্ষ্মী।

প্রাণ ধরে দিতে পারবি ভিক্ষে?

ক্ষীরো।

একবার তুমি কর পরীক্ষে!
পেট ভরে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কি!
দানের গরবে যিনি গরবিনী
তিনি হোন্ আমি, আমি হই তিনি,

দেখ্‌বে তখন তাঁহার চালটা,
আমারি বা কত উল্টো পাল্টা!
দাসী আছি জানি দাসীর যা রীতি,
রাণী কর, পাব রাণীর প্রকৃতি!
তাঁরো যদি হয় মোর অবস্থা
সুযশ হবে না এমন শস্তা!
তাঁর দয়াটুকু পাবে না অন্যে
ব্যয় হবে সেটা নিজেরি জন্যে।
কথার মধ্যে মিষ্টি অংশ
অনেক খানিই হবেক ধ্বংস।
দিতে গেলে, কড়ি কভু না সর্‌বে,
হাতের তেলোয় কাম্‌ড়ে ধরবে!
ভিক্ষে করতে ধরতে দু'পায়
নিত্যি নতুন উঠ্‌বে উপায়!

লক্ষ্মী।

তথাস্তু! রাণী করে দিনু তোকে,
দাসী ছিলি তুই ভুলে যাবে লোকে!
কিন্তু সদাই থেকো সাবধান
আমার যেন না হয় অপমান!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাণীবেশে ক্ষীরো ও তাহার পারিষদবর্গ

ক্ষীরো।

বিনি!

বিনি।

কেন মাসী!

ক্ষীরো।

মাসী কিরে মেয়ে!
দেখিনিত আমি বোকা তোর চেয়ে!
কাঙাল ভিখিরী কলু মালী চাষী
তারাই মাসীরে বলে শুধু মাসী;
রাণীর বোন্‌ঝি হয়েছ ভাগ্যে,
জাননা আদব! মালতি!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

রাণীর বোনঝি রাণীরে কি ডাকে

শিখিয়ে দে ঐ বোকা মেয়েটাকে !

মালতী।

ছিছি শুধু মাসী বলে কি রাণীকে ?
রাণী মাসী বলে রেখে দিয়ো শিখে !

ক্ষীরো।

মনে থাক্‌বে ত ? কোথা গেল কাশী।

কাশী।

কেন রাণী দিদি !

ক্ষীরো।

চার চার দাসী
নেই যে সঙ্গে ?

কাশী।

এত লোক মিছে
কেন দিনরাত লেগে থাকে পিছে ?

ক্ষীরো।

মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

এই মেয়েটাকে

শিখিয়ে দে কেন এত দাসী থাকে !

মালতী।

তোমরা ত নও জেলেনী তাঁতিনী,
তোমরা হও যে রাণীর নাতিনী !
যে নবাববাড়ী এনু আমি ত্যেজি
সেথা বেগমের ছিল পোষা বেজি
তাহারি একটা ছোট বাচ্ছার
পিছনেতে ছিল দাসী চার চার
তা ছাড়া সেপাই !

ক্ষীরো।

শুন্‌লি ত কাশী !

কাশী।

শুনেছি।

ক্ষীরো।

তা হলে ডাক্‌ তোর দাসী !
কিনি পোড়ামুখী !

কিনি।

কেন রাণী খুড়ি !

ক্ষীরি।

হাই তুল্লেম দিলিনে যে তুড়ি?
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

শেখাও কায়দা!

মালতী।

এত বলি তবু হয় না ফায়দা!
বেগম সাহেব যখন হাঁচেন
তুড়ি ভুল হলে কেহ না বাঁচেন!
তখনি শূলেতে চড়িয়ে তারে
নাকে কাটি দিয়ে হাঁচিয়ে মারে!

ক্ষীরো।

সোনার বাটায় পান দে তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী!

তারিণী।

চলে গেছে ছুঁড়ি সে বলে মাইনে
চেয়ে চেয়ে তবু কিছুতে পাইনে!

ক্ষীরো।

ছোট লোক বেটী হারামজাদী
রাণীর ঘরে সে হয়েছে বাদি
তবু মনে তার নেই সন্তোষ
মাইনে পায়না বলে দেয় দোষ!
পিপ্ড়ের পাখা কেবল মরতে!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

মাগীরে ধরতে
পাঠাও আমার ছ-ছয় পেয়াদা,
না না যাবে আরো ছ'জন জেয়াদা!
কি বল মালতী!

মালতী।

দস্তুর তাই।

ক্ষীরো।

হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে আনা চাই!

তারিণী।

ওপাড়ার মতি রাণীমাতাজির

চরণ দেখতে হয়েছে হাজির !

ক্ষীরো।

মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

নবাবের ঘরে
কোন্ কায়দায় লোকে দেখা করে !

মালতী।

কুর্নিস্ করে ঢোকে মাথা নুয়ে,
পিছু হটে যায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে !

ক্ষীরো।

নিয়ে এস সাথে, যাওত মালতী,
কুর্নিস্ করে আসে যেন মতি !

মতিকে লইয়া মালতীর পুনঃপ্রবেশ।

মালতী।

মাথা নীচু কর! মাটি ছোঁও হাতে,
লাগাও হাতটা নাকের ডগাতে !
তিন পা এগোও, নীচু কর মাথা !

মতি।

আর ত পারিনে, ঘাড়ে হল ব্যথা!

মালতী।

তিনবার নাকে লাগাও হাতটা।

মতি।

টন্ টন্ করে পিঠের বাতটা!

মালতী।

তিন পা এগোও, তিনবার ফের
ধূলো তুলে নেও ডগায় নাকের!

মতি।

ঘাট হয়েছিল এসেছি এ পথ,
এর চেয়ে সিধে নাকে দেওয়া খৎ!
জয় রাণীমার, একাদশী আজি!

ক্ষীরো।

রাণীর জ্যোতিষী শুনিয়েছ পাঁজি।
কবে একাদশী, কবে কোন্ বার
লোক আছে মোর তিথি গোন্‌বার!

মতি।

টাকাটা শিকেটা যদি কিছু পাই
জয় জয় বলে বাড়ি চলে যাই!

ক্ষীরো।

যদি নাই পাও তবু যেতে হবে,
কুর্ণিস্ করে' চলে' যাও তবে!

মতি।

ঘড়া ঘড়া টাকা ঘরে গড়াগড়ি
তবু কড়া কড়ি দিতে কড়াকড়ি!

ক্ষীরো।

ঘরের জিনিস ঘরেরি ঘড়ায়
চিরদিন যেন ঘরেই গড়ায়!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে।

ক্ষীরো।

এবার মাগীরে
কুর্ণিস্ করে নিয়ে যাও ফিরে!

মতি।

চল্লেম তবে!

মালতী।

রোস, ফিরোনাকো,
তিনবার মাটি তুলে নাকে মাখো!

তিন পা কেবল হটে যাও পিছু,
পোড়ো না উল্টে, মাথা কর নীচু !

মতি।

হায়, কোথা এনু, ভরল না পেট,
বারে বারে শুধু মাথা হল হেঁট !
আহা কল্যাণী রাণীর ঘরে
কর্ণ জুড়োয় মধুর স্বরে,—
কড়ি যদি দেন অমূল্য তাই,—
হেথা হীরে মোতি সেও অতি ছাই !

ক্ষীরো।

সে-ছাই পাবার ভরসা কোরো না !

মালতী।

সাবধানে হঠ, উল্টে পোড়ো না !

(মতির প্রস্থান)

ক্ষীরো।

বিনি !

বিনি।

রাণী মাসী !

ক্ষীরো।

একগাছি চুড়ি

হাত থেকে তোর গেছে না কি চুরি ?

বিনি।

চুরি ত যায় নি।

ক্ষীরো।

গিয়েছে হারিয়ে ?

বিনি।

হারায় নি।

ক্ষীরো।

কেউ নিয়েছে ভাঁড়িয়ে ?

বিনি।

না গো রাণী মাসী !

ক্ষীরো।

এটাতো মানিস্

পাখা নেই তার ! একটা জিনিষ

হয় চুরী যায়, নয়ত হারায়

নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,

তা না হলে থাকে, এ ছাড়া তাহার

কি যে হতে পারে জানিনে ত আর !

বিনি।

দান করেছি সে !

ক্ষীরো।

দিয়েছিস্ দানে ?
ঠকিয়েছে কেউ, তারি হল মানে !
কে নিয়েছে বল্ !

বিনি।

মল্লিকা দাসী।
এমন গরীব নেই রাণী মাসী !
ঘরে আছে তার সাত ছেলে মেয়ে
মাস পাঁচছয় মাইনে না পেয়ে
খরচপত্র পাঠাতে পারে না,
দিনে দিনে তার বেড়ে যায় দেনা,
কেঁদে কেঁদে মরে, তাই চুড়িগাছি
লুকিয়ে তাহারে দান করিয়াছি।
অনেক ত চুড়ি আছে মোর হাতে
একখানা গেলে কি হবে তাহাতে !

ক্ষীরো।

বোকা মেয়েটার শোন ব্যাখ্যানা !
একখানা গেলে গেল একখানা,
সে যে একবারে ভারি নিশ্চয় !
কে না জানে যেটা রাখ সেটা রয়,

যেটা দিয়ে ফেল সেটা ত রয়না,
এর চেয়ে কথা সহজ হয়না।
অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে ;
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে,
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে, আরো ঢের দিতে যে পার্‌ত !
অতএব বাছা হবি সাবধান,
বেশি আছে বলে করিস্‌নে দান !
মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

বোকা মেয়েটি এ,
এরে ছুটো কথা দাও সম্‌জিয়ে !

মালতী।

রাণীর বোন্‌ঝি রাণীর অংশ,
তফাতে থাক্‌বে উচ্চ বংশ ;
দান করা-টরা যত হয় বেশি

গরীবের সাথে তত ঘেঁষাঘেঁষি।
পুরোণো শাস্ত্রে লিখেছে শোলোক,
গরীবের মত নেই ছোটলোক!

ক্ষীরো।

মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

মল্লিকাটারে
আরত রাখা না!

মালতী।

তাড়াব তাহারে;
ছেলে মেয়েদের দয়ার চর্চ্চা
বেড়ে গেলে, সাথে বাড়্‌বে খরচা।

ক্ষীরো।

তাড়াবার বেলা হয়ে আনমনা
বালাটা স্থুদ্ধ যেন তাড়িয়ো না!
বাহিরের পথে কে বাজায় বাঁশি
দেখে আয় মোর ছয় ছয় দাসী!

তারিণীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

তারিণী।

মধুদত্তের পৌত্রের বিয়ে
ধুম করে' তাই চলে পথ দিয়ে!

ক্ষীরো।

রাণীর বাড়ির সাম্‌নের পথে
বাজিয়ে যাচ্চে কি বিধানমতে?
এ সব বাজনা রাণী কি সইবে?
মাথা ধরে যদি থাকৃত দৈবে?
যদি ঘুমোতেম, কাঁচা ঘুমে জেগে
অসুখ করত যদি রেগেমেগে?
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে।

ক্ষীরো।

নবাবের ঘরে
এমন কাণ্ড ঘট্‌লে কি করে?

মালতী।

যার বিয়ে যায় তারে ধরে আনে,

দুই বাঁশিওয়ালা তার দুই কানে
কেবলি বাজায় দুটো দুটো বাঁশি ;
তিন দিন পরে দেয় তারে ফাঁসি !

ক্ষীরো।

ডেকে দাও কোথা আছে সর্দ্দার,
নিয়ে যাক্ দশ জুতোবর্দ্দার,
কি লোকের পিঠে দশঘা চাবুক
সপাসপ্ বেগে সজোরে নাবুক !

মালতী।

তবু যদি কারো চেতনা না হয়,
বন্দুক দিলে হবে নিশ্চয় !

১ মা।

ফাঁসি হল মাপ, বড় গেল বেঁচে,
জয় জয় বলে বাড়ি যাবে নেচে !

২ য়া।

প্রসন্ন ছিল তাদের গ্রহ,
চাবুক ক'ঘা ত অনুগ্রহ !

৩ য়া।

বলিস্ কি ভাই ফাঁড়া গেল কেটে,
আহা এত দয়া রাণীমার পেটে !

ক্ষীরো।

থাম্ তোরা, শুনে নিজে গুণগান
লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে কান।
বিনি!

বিনি।

রাণী মাসী!

ক্ষীরো।

স্থির হয়ে র'বি
ছট্‌ফট্ করা বড় বেআদবী!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

মেয়েরা এখ'না
শিখেনি আমিরী দস্তর্ কোনো!

মালতী।

(বিনির প্রতি) রাণীর ঘরের ছেলেমেয়েদের
ছট্‌ফট্ করা ভারি নিন্দের!
ইতর লোকেরি ছেলেমেয়েগুলো
হেসে খুসে ছুটে করে খেলাধূলো!

রাজা রাণীদের পুত্রকন্যে
অধীর হয় না কিছুরি জন্যে!
হাত পা সাম্‌লে খাড়া হয়ে থাক
রাণীর সাম্‌নে নোড়ো চোড়োনাক!

ক্ষীরো।

ফের গোলমাল করচে কাহারা?
দরজায় মোর নাই কি পাহারা?

তারিণী।

প্রজারা এসেছে নালিশ করতে।

ক্ষীরো।

আর কি জায়গা ছিল না মরতে?

মালতী।

প্রজার নালিশ শুন্‌বে রাজ্ঞী
ছোটলোকদের এত কি ভাগ্যি!

১ মা।

তাই যদি হবে তবে অগণ্য
নোকর চাকর কিসের জন্য?

২ য়া।

নিজের রাজ্যে রাখ্‌তে দৃষ্টি
রাজা রাণীদের হয় নি সৃষ্টি

তারিণী।

প্রজারা বল্‌চে কর্ম্মচারী
পীড়ন তাদের করচে ভারী।
নাই মায়াদয়া নাইক ধর্ম্ম,
বেচে নিতে চায় গায়ের চর্ম্ম।
বলে তারা, হায় কি করেছি পাপ,
এত ছোট মোরা, এত বড় চাপ!

ক্ষীরো।

শর্সেও ছোট, তবু সে ভোগায়,
চাপ না পেলে কি তৈল যোগায়?
টাকা জিনিষটা নয় পাকা ফল,
টুপ্‌ করে খসে' ভরে না আঁচল;
ছিঁড়ে নাড়া দিয়ে ঠেঙার বাড়িতে
তবে ও জিনিষ হয় যে পাড়িতে!

তারিণী।

সে জন্যে না মা—তোমার খাজনা
বঞ্চনা করা তাদের কাজ না!
তারা বলে যত আম্‌লা তোমার
মাইনে না পেয়ে হয়েছে গোঙার!

লুটপাট্ করে মারচে প্রজা,
মাইনে পেলেই থাকবে সোজা!

ক্ষীরো।

রাণী বটী, তবু নইক বোকা,
পারবে না দিতে মিথ্যে ধোঁকা;
করবেই তারা দস্যুবৃত্তি,
মাইনেটা দেওয়া মিথ্যেমিথ্যি।
প্রজাদের ঘরে ডাকাতী করে
তা বলে করবে রাণীরো ঘরে?

তারিণী।

তারা বলে রাণী কল্যাণী যে
নিজের রাজ্য দেখেন নিজে।
নালিশ শোনেন নিজের কানেই,
প্রজাদের পরে জুলুমটা নেই!

ক্ষীরো।

ছোটমুখে বলে বড় কথাগুলা,
আমার সঙ্গে অন্যের তুলা?
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে।

ক্ষীরো।

কি কর্ত্তব্য ?

মালতী।

জরিমানা দিক্ যত অসভ্য

একশো একশো !

ক্ষীরো।

গরীব ওরা যে,

তাই একেবারে একশোর মাঝে

নব্বই টাকা করে দিনু মাপ !

১ মা।

আহা গরীবের তুমিই মা বাপ !

২ য়া।

কার মুখ দেখে উঠেছিল প্রাতে,

নব্বই টাকা পেল হাতে হাতে !

৩ য়া।

নব্বই কেন, যদি ভেবে দেখে,

আরো ঢের টাকা নিয়ে গেল ঠেঁকে

হাজার টাকার নশো নব্বই

চখের পলকে পেল সর্ব্বই !

৪ র্থী।

একদমে ভাই এত দিয়ে ফেলা,

অন্যে কে পারে এ ত নয় খেলা!

ক্ষীরো।

বলিস্‌নে আর মুখের আগে,

নিজগুণ শুনে সরম লাগে!

বিনি!

বিনি।

রাণী মাসি!

ক্ষীরো।

হঠাৎ কি হল!

ফোঁস্ ফোঁস্ করে কাঁদিস্ কেন লো

দিনরাত আমি বকে বকে খুন,

শিখলিনে কিছু কায়দা কানুন?

মালতী!

মলেতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

এই মেয়েটাকে

শিক্ষা না দিলে মান নাহি থাকে!

মালতী।

রাণীর বোন্‌ঝি জগতে মান্য,
বোঝনা এ কথা অতি সামান্য,
সাধারণ যত ইতর লোকেই
সুখে হাসে, কাঁদে দুঃখ শোকেই !
তোমরাও যদি তেম্‌নি হবে,
বড়লোক হয়ে হলো কি তবে ?

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী।

মাইনে না পেলে মিথ্যে চাক্‌রী !
বাঁধা দিয়ে এনু কানের মাক্‌ড়ি !
ধার করে খেয়ে পরের গোলামী
এমন কখনো শুনিনিত আমি !
মাইনে চুকিয়ে দাও তা না হলে
ছুটি দাও আমি ঘরে যাই চলে !

ক্ষীরো।

মাইনে চুকোনো নয়ক মন্দ,
তবু ছুটিটাই মোর পছন্দ !
বড় ঝঞ্ঝট্‌ মাইনে বাঁটতে,

হিসেব কিতেব হয় যে ঘাঁটতে,
ছুটি দেওয়া যায় অতি সত্বর,
খুল্‌তে হয় না খাতা-পত্তর,
ছ-ছয় পেয়াদা ধরে আসি কেশ,
নিমেষ ফেল্‌তে কর্ম্ম নিকেশ !
মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

সাথে যাও ওর
ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ো কাপড়চোপড় !
ছুটি দেয় যেন দরোয়ান যত
হিন্দুস্থানী দস্তুর মত !

মালতী।

বুঝেছি রাণীজি !

ক্ষীরো।

আচ্ছা তা হলে
কুর্ণিস্‌ করে যাক্‌ বেটী চলে !

(কুর্ণিস্‌ করাইয়া দাসীকে বিদায়।)

দাসী।

দুয়ারে রাণী মা দাঁড়িয়ে আছে কে,
বড় লোকের ঝি মনে হয় দেখে!

ক্ষীরো।

এসেছে কি হাতী কিম্বা রথে?

দাসী।

মনে হল যেন হেঁটে এল পথে।

ক্ষীরো।

কোথা তবে তার বড়লোকত্ব?

দাসী।

রাণীর মতন মুখটি সত্য!

ক্ষীরো।

মুখে বড়লোক লেখা নাহি থাকে,
গাড়িঘোড়া দেখে চেনা যায় তাকে।

মালতীর প্রবেশ।

মালতী।

রাণী কল্যাণী এসেছেন দ্বারে
রাণীজির সাথে দেখা করিবারে!

ক্ষীরো।

হেঁটে এসেচেন ?

মালতী।

শুন্‌চি তাই ত!

ক্ষীরো।

তাহলে হেথায় উপায় নাইত!
সমান আসন কে তাহারে দেয় ?
নীচু আসনটা সেও অন্যায়!
এ কি এ বিষম হল সমিস্যে,
মীমাংসা এর কে করে বিশ্বে ?

১ মা।

মাঝখানে রেখে রাণীজির গদি
তাহার আসন দূরে রাখি যদি!

২ য়া।

ঘুরায়ে যদি এ আসনখানি
পিছন ফিরিয়া বসেন রাণী!

৩ য়া।

যদি বলা যায় ফিরে যাও আজ,
ভাল নেই বড় রাণীর মেজাজ।

ক্ষীরো।

মালতী ?

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

কি করি উপায় ?

মালতী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি সারা যায়
দেখা শোনা, তবে সব গোল মেটে।

ক্ষীরো।

এত বুদ্ধিও আছে তোর পেটে!
সেই ভাল! আগে দাঁড়া সার বাঁধি
আমার একশো পঁচিশটে বাঁদী!
ও হল না ঠিক,—পাচ পাঁচ করে
দাঁড়া ভাগে ভাগে,—তোরা আয় সরে,—
না না এই দিকে,—না না কাজ নেই,
সারি সারি তোরা দাঁড়া সামনেই,—
না না তা হলে যে মুখ যাবে ঢেকে
কোণাকুণি তোরা দাঁড়া দেখি বেঁকে!
আচ্ছা তা হলে ধরে হাতে হাতে

থাড়া থাক্ তোরা একটু তফাতে !
শশি, তুই সাজ্ ছত্রধারিণী,
চামরটা নিয়ে দোলাও তারিণী ;
মালতী !

মালতী।

আজ্ঞে !

ক্ষীরো।

এইবার তারে
ডেকে নিয়ে আয় মোর দরবারে !

(মালতীর প্রস্থান)

কিনি বিনি কাশী স্থির হয়ে থাকো,
খবর্দ্দার্ কেউ নোড়োচোড়োনাকো !
মোর দুই পাশে দাঁড়াও সকলে
দুই ভাগ করি।

কল্যাণী ও মালতীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

আছত কুশলে !

ক্ষীরো।

আমার চেষ্টা কুশলেই থাকি,

পরের চেষ্টা দেবে মোরে ফাঁকি,
এই ভাবে চলে জগৎসুদ্ধ
নিজের সঙ্গে পরের যুদ্ধ!

কল্যাণী।

ভাল আছ বিনি?

বিনি।

ভালই আছি মা,
ম্লান কেন দেখি সোনার প্রতিমা?

ক্ষীরো।

বিনি করিস্‌নে মিছে গোলযোগ,
ঘুচ্‌লনা তোর কথা-কওয়া রোগ?

কল্যাণী।

রাণী, যদি কিছু না কর মনে,
কথা আছে কিছু কব গোপনে!

ক্ষীরো।

আর কোথা যাব, গোপন এই ত,
তুমি আমি ছাড়া কেহই নেইত।
এরা সব দাসী, কাজ নেই কিছু,
রাণীর সঙ্গে ফেরে পিছু পিছু।
হেথা হতে যদি করে দিই দূর

হবে না ত সেটা ঠিক দস্তুর!
কি বল মালতী?

মালতী।

আজ্ঞে তাইত
দস্তুরমত চলাই চাইত!

ক্ষীরো।

সোনার বাটাটা কোথায় কে জানে
খুঁজে দেখ্ দেখি!

দাসী।

এই যে এখানে!

ক্ষীরো।

ওটা নয়, সেই মুক্তো বসানো
আরেকটা আছে সেইটেই আনো।

অন্য বাটা আনায়ন।

খয়েরের দাগ লেগেছে ডালায়,
বাঁচিনে ত আর তোদের জ্বালায়!
তবে নিয়ে আয় চুনীর সে বাটা,
না না নিয়ে আয় পান্না-দেওয়াটা।

কল্যাণী।

কথাটা আমার নিই তবে বলে।
পাঠান বাদ্‌শা অন্যায়ছলে
রাজ্য আমার নিয়েছেন কেড়ে,—

ক্ষীরো।

বল কি! তা হলে গেছে ফুল্‌বেড়ে,
গিরিধরপুর, গোপাল নগর,
কানাইগঞ্জ—

কল্যাণী।

সব গেছে মোর!

ক্ষীরো।

হাতে আছে কিছু নগদ টাকা কি?

কল্যাণী।

সব নিয়ে গেছে, কিছু নেই বাকি।

ক্ষীরো।

অদৃষ্টে ছিল এত দুখ তোর!
গয়না যা ছিল হীরে মুক্তোর,
সেই বড় বড় নীলার কণ্ঠী
কানবালা যোড়া বেড়ে গড়নটি,
সেই যে চুনীর পাঁচনলীহার,

হীরে দেওয়া সীঁথি লক্ষ টাকার,
সে গুলো নিয়েছে বুঝি লুটে পুটে ?

কল্যাণী।

সব নিয়ে গেছে সৈন্যেরা জুটে।

ক্ষীরো।

আহা তাই বলে ধনজনমান
পদ্মপত্রের জলের সমান !
দামী তৈজস ছিল যা পুরোণো
চিহ্নও তার নেই বুঝি কোনো ?
সেকালের সব জিনিষপত্র
আসাসোটাগুলো চামরছত্র
চাঁদোয়া কানাৎ, গেছে বুঝি সব ?
শাস্ত্রে যে বলে ধন বৈভব
তড়িৎ সমান, মিথ্যে সে নয় !
এখন তাহলে কোথা থাকা হয় ?
বাড়িটাও আছে ?

কল্যাণী।

ফৌজের দল
প্রাসাদ আমার করেছে দখল।

ক্ষীরো।

ওমা ঠিক এ যে শোনায় কাহিনী,
কাল ছিল রাণী আজ ভিখারিণী।
শাস্ত্রে তাইত বলে সব মায়া,
ধনজন তালবৃক্ষের ছায়া!
কি বল মালতী?

মালতী।

তাইত বটেই
বেশি বাড় হলে পতন ঘটেই!

কল্যাণী।

কিছু দিন যদি হেথায় তোমার
আশ্রয় পাই, করি উদ্ধার
আবার আমার রাজ্যখানি;
অন্য উপায় নাহিক জানি!

ক্ষীরো।

আহা, তুমি রবে আমার হেথায়
এ ত বেশ কথা, সুখেরি কথা এ!

১ মা।

আহা কত দয়া।

২ য়া।

মায়ার শরীর

৩ য়া।

আহা, দেবী তুমি, নও পৃথিবীর !

৪ র্থা।

হেথা ফেরেনাক অধম পতিত,

আশ্রয় পায় অনাথ অতিথ !

ক্ষীরো।

কিন্তু একটা কথা আছে বোন্ !

বড় বটে মোর প্রাসাদ ভবন

তেমনি যে ঢের লোকজন বেশী

কোন মতে তারা আছে ঠেসাঠেসি !

এখানে তোমার জায়গা হবে না

সে একটা মহা রয়েছে ভাবনা।

তবে কিছু দিন যদি ঘর ছেড়ে

বাইরে কোথাও থাকি তাঁবু পেড়ে—

১ মা।

ওমা সে কি কথা !

২ য়া।

তা হলে রাণীমা

রবে না তোমার কষ্টের সীমা!

৩য়া।

যে-সে তাঁবু নয়, তবু সে তাঁবুই,
ঘর থাক্‌তে কি ভিজ্‌বে বাবুই?

৫মী।

দয়া করে কত নাব্‌বে নাবোতে,
রাণী হয়ে কি না থাক্‌বে তাঁবুতে?

৬ষ্ঠী।

তোমার সে দশা দেখ্‌লে চক্ষে
অধীনগণের বাজ্‌বে বক্ষে!

কল্যাণী।

কাজ নেই রাণী সে অসুবিধায়,
আজকের তরে লইনু বিদায়!

ক্ষীরো।

যাবে নিতান্ত! কি কর্‌ব ভাই
ছুঁচ ফেলবার জায়গাটি নাই!
জিনিষপত্র লোক-লস্করে
ঠাসা আছে ঘর—কারে কদ্ করে
বস্‌তে বলি যে তার যো-টি নেই!
ভাল কথা! শোন, বলি গোপনেই,—

গয়নাপত্র কৌশলে রাতে
দু দশটা যাহা পেরেছ সরাতে
মোর কাছে দিলে রবে যতনেই।

কল্যাণী।

কিছুই আনিনি, শুধু হের এই
হাতে দুটি চুড়ি, পায়েতে নূপুর।

ক্ষীরো।

আজ এস তবে বেজেছে দুপুর ;—
শরীর ভাল না, তাইতে সকালে
মাথা ধরে যায় অধিক বকালে!
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

জানে না কানাই
স্নানের সময় বাজবে শানাই?

মালতী।

বেটারে উচিত করব শাসন!

কল্যাণীর প্রস্থান।

ক্ষীরো।

তুলে রাখ মোর রত্ন আসন,—
আজকার মত হল দরবার।
মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে।

ক্ষীরো।

নাম করবার
সুখ ত দেখ্‌লি!

মালতী।

হেসে নাহি বাঁচি,—
ব্যাং থেকে কেঁচে হলেন ব্যাঙাচি!

ক্ষীরো।

আমি দেখ বাছা নাম-করাকরি,
যেখানে সেখানে টাকা-ছড়াছড়ি,
জড় করে' দল ইতর লোকের
জাঁকজমকের লোক-চমকের
যত রকমের ভাণ্ডামি আছে
ঘেঁসিনে কখনো ভুলে তার কাছে।

১ মা।

রাণীর বুদ্ধি যেমন সারালো,

তেম্‌নি ক্ষুরের মতন ধারালো!

২ য়া।

অনেক মূর্খে করে দান ধ্যান,

কার আছে হেন কাণ্ডজ্ঞান!

৩ য়া।

রাণীর চক্ষে ধূলো দিয়ে যাবে

হেন লোক হেন ধূলো কোথা পাবে?

ক্ষীরো।

থাম্ থাম্ তোরা রেখে দে বকুনি

লজ্জা করে যে নিজগুণ শুনি!

মালতী!

মালতী।

আজ্ঞে!

ক্ষীরো।

ওদের গয়না

ছিল যা এমন কাহারো হয় না!

দুখানি চুড়িতে ঠেকেছে শেষে

দেখে আমি আর বাঁচিনে হেসে!

তবু মাথা যেন নুইতে চায় না,
ভিখ্ নেবে তবু কতই বায়না !
পথে বের হল পথের ভিখিরী
ভুল্‌তে পারে না তবু রাণীগিরি !
নত হয় লোক বিপদে ঠেক্‌লে
পিত্তি জ্বলে যে দেমাক্ দেখ্‌লে !
আবার কিসের শুনি কোলাহল ?

মালতী।

তুয়ারে এসেছে ভিক্ষুকদল।
আকাল পড়েছে, চালের বস্তা
মনের মতন হয়নি শস্তা,
তাইতে চেঁচিয়ে খাচ্চে কানটা
বেতটি পড়লে হবেন ঠাণ্ডা !

ক্ষীরো।

রাণী কল্যাণী আছেন দাতা,
মোর দ্বারে কেন হস্ত পাতা !
বলে দে আমার পাঁড়েজি বেটাকে
ধরে নিয়ে যাক্ সকল কটাকে
দাতা কল্যাণী রাণীর ঘরে,
সেথায় আসুক্ ভিক্ষে করে !

সেখানে যা পাবে এখানে তাহার
আরো পাঁচ গুণ মিল্‌বে আহার!

১ মা।

হা হা হা! কি মজা হবেই না জানি!

২ য়া।

হাসিয়ে হাসিয়ে মারলেন রাণী!

৩ য়া।

আমাদের রাণী এতও হাসান্‌!

৪ র্থা।

দু চোখ চক্ষুজলেতে ভাসান্‌!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।

ঠাকরুণ এক এসেছেন দ্বারে
হুকুম পেলেই তাড়াই তাঁহারে!

ক্ষীরো।

না না ডেকে দে না! আজ কি জন্য
মন আছে মোর বড় প্রসন্ন!

ঠাকুরাণীর প্রবেশ।

ঠাকুরাণী।

বিপদে পড়েছি তাই এনু চলে!

ক্ষীরো।

সে ত জানা কথা! বিপদে না পলে
শুধু যে আমার চাঁদ মুখখানি
দেখ্‌তে আসনি সেটা বেশ জানি!

ঠাকুরাণী।

চুরি হয়ে গেছে ঘরেতে আমার—

ক্ষীরো।

মোর ঘরে বুঝি শোধ নেবে তার!

ঠাকুরাণী।

দয়া করে যদি কিছু কর দান
এ যাত্রা তবে বেঁচে যায় প্রাণ!

ক্ষীরো।

তোমার যা কিছু নিয়েছে অন্যে
দয়া চাও তুমি তাহার জন্যে!
আমার যা তুমি নিয়ে যাবে ঘরে
তার তরে দয়া আমায় কে করে?

ঠাকুরাণী।

ধনসুখ আছে যার ভাণ্ডারে
দানসুখে তার সুখ আরো বাড়ে!
গ্রহণ যে করে তারি হেঁট মুখ,
দুঃখের পরে ভিক্ষার দুখ।
তুমি সক্ষম আমি নিরুপায়
অনায়াসে পার ঠেলিবারে পায়;
ইচ্ছা না হয় নাই কোরো দান
অপমানিতেরে কেন অপমান?
চলিলাম তবে, বল দয়া করে
বাসনা পূরিবে গেলে কার ঘরে?

ক্ষীরো।

রাণী কল্যাণী নাম শোন নাই?
দাতা বলে তাঁর বড় যে বড়াই!
এইবার তুমি যাও তাঁরি ঘরে
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এস ভরে,
পথ না জান ত মোর লোক জন
পৌছিয়ে দেবে রাণীর ভবন।

ঠাকুরাণী।

তবে তথাস্তু! যাই তাঁরি কাছে।

তাঁর ঘর মোর খুব জানা আছে!
আমি সে লক্ষ্মী, তোর ঘরে এসে
অপমান পেয়ে ফিরিলাম শেষে!
এই কথা ক'টি করিয়ো স্মরণ—
ধনে মানুষের বাড়েনাক মন।
আছে বহু ধনী আছে বহু মানী
সবাই হয় না রাণী কল্যাণী!

ক্ষীরো।

যাবে যদি তবে ছেড়ে যাও মোরে
দস্তুরমত কুর্নিস্ করে!
মালতী! মালতী! কোথায় তারিণী!
কোথা গেল মোর চামরধারিণী!
আমার একশো পঁচিশটে দাসী!
তোরা কোথা গেলি বিনি কিনি কাশী!

কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী।

পাগল হলি কি? হয়েছে কি তোর!
এখনো যে রাত হয়নিক ভোর!
বল্ দেখি কি যে কাণ্ড কল্লি?

ডাকাডাকি করে জাগালি পল্লী ?

ক্ষীরো।

ওমা তাইত গা ! কি জানি কেমন
সারারাত ধরে দেখেছি স্বপন !
বড় কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি,
স্বপনটা ভেঙ্গে বাঁচ্‌লেম দিদি।
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব !
তুমি রাণী আমি চিরদাসী তব !